বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৩৯/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৭
৪	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	০৯
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩
৬	পরিশিষ্টসমূহ	২৭

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১।	দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority, Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের উপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করা এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩।	এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৯ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর চেয়ারম্যান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪।	এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫।	জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ২২/০১/২২ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ।

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত অর্থবছরসমূহের সামগ্রিক লেনদেনসমূহ দেখা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট ক্রাইটেরিয়া হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) পরিচিতি:

ব্যাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) নিজস্ব আয়ে পরিচালিত একটি সেবামূলক রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন সংস্থা। ১৯৬১ সালে সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ নম্বর-৭ মোতাবেক আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিআরটিসি আন্তঃজেলা ও সিটি সার্ভিসসহ সারা দেশের সকল অনুমোদিত রুটে নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীসহ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে এ সংস্থাটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার দুই মেয়াদে বিআরটিসি'র বহরে আধুনিক নতুন বাস ও ট্রাক সংযোজন করে সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সেবা কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

১৯৬১ সালে সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ নম্বর-৭ রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নতুনভাবে প্রণয়ন প্রয়োজনীয় হওয়ায় ১৭/০২/২০২০ খ্রি. তারিখ হতে সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ০৫ নং আইন) জারী/কার্যকর করা হয়। যার আলোকে সংস্থাটির গঠন কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। বিআরটিসি ২১ টি ডিপোর মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন সেবা, ২ টি ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে ট্রাক পরিবহন সেবা, অস্থায়ীভাবে বাস ইজারা বা লীজ, লং লীজ, স্থাপনা ভাড়া ও রয়েলটি এর মাধ্যমে আয় করে থাকে। এছাড়াও ২ টি ওয়ার্কশপ ও ৩ টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে এ সংস্থাটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে, পাশাপাশি আয় অর্জিত হচ্ছে এবং এ সকল আয় হতে বিআরটিসি'র ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে।

বিআরটিসি'র সাংগঠনিক/জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী):		
অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
৫৮৯৩	৩৪৮৮	২৪০৫

বিআরটিসি'র অর্গানোগ্রাম:

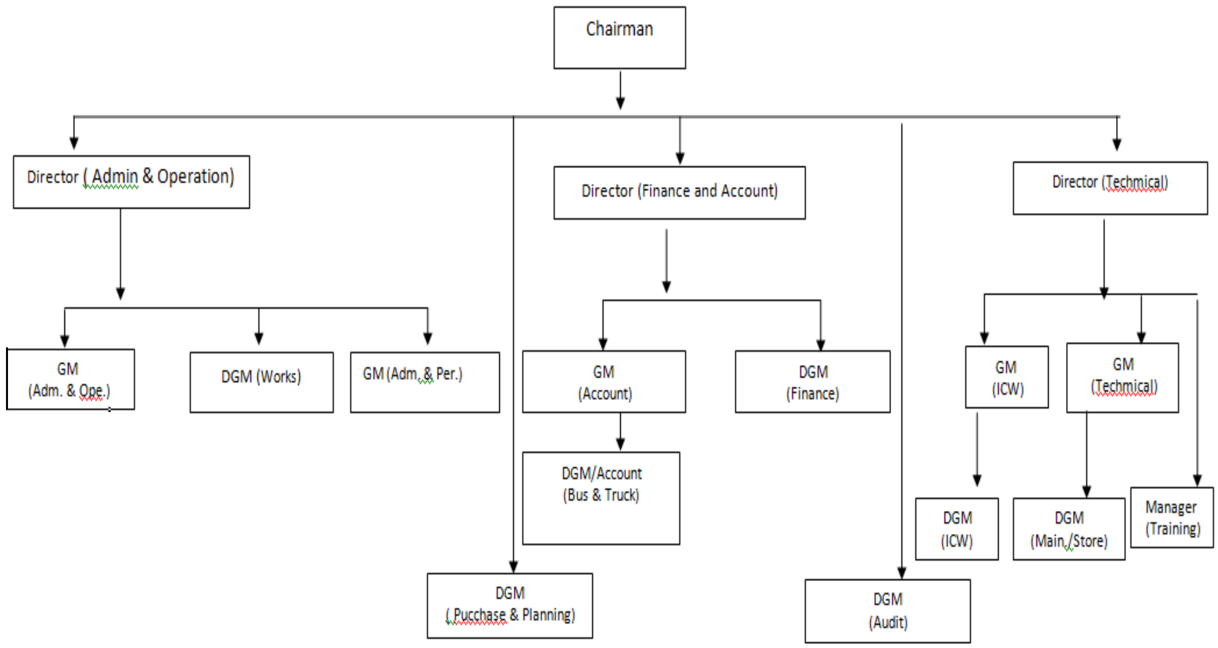

সংস্থার Key Performance Indicators (KPI):

- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে সেবা ও পণ্য পরিবহন করা;
- সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বিআরটিসি বহরে পরিবেশ দূষনমুক্ত গাড়ি সংযোজন;
- বিআরটিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বেকার যুবশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিজস্ব মেরামত কারখানার মাধ্যমে বহরের যানবাহন মেরামত ও সচল রাখা এবং
- দেশের জরুরী অবস্থায় পরিবহন ক্ষেত্রে কৌশলগত ভূমিকা পালন করা।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

অর্থায়নের উৎস ও ধরণঃ

বিআরটিসি'র পরিচালন ও অপরিচালন আয় হতে প্রাপ্ত অর্থ।

এক নজরে কর্পোরেশন ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ (সংশোধিত)	২০১৮-২০১৯ (সংশোধিত)	২০১৯-২০২০ (সংশোধিত)	মোট
সংশোধিত বাজেট	২৯৮২২.৮১	৩৪৭২১.৫৪	৪৪০১৩.৮৬	১০৮৫৫৮.২১
মোট আয়	২৯৮২২.৮১	৩৪৭২১.৫৪	৪৪০১৩.৮৬	১০৮৫৫৮.২১
মোট ব্যয়	৩৮৮৬০.২২	৪১৮২০.৯৯	৫০৯১১.৭৮	১৩১৫৯২.৯৯
মোট লোকসান	(৯০৩৭.৪১)	(৭০৯৯.৪৫)	(৬৮৯৭.৯২)	(২৩০৩৪.৭৮)

অডিটের আইনগত ভিত্তিঃ

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধিঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

অডিটের বিষয়বস্তু ঃ

- আয় নিরীক্ষা ও
- ব্যয় নিরীক্ষা

অডিটের কৌশল ঃ

অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর আয়-ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও নিরীক্ষকের Professional Judgement এর উপর। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর আয়- ব্যয়ের হিসাব নিজস্ব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি আংশিক সফ্টওয়্যার ভিত্তিক এবং আংশিক সনাতন পদ্ধতির। সংস্থাটির আয়-ব্যয়ের তথ্যসমূহ টালী সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ফিল্ড ইউনিটসমূহের (ডিপোসমূহ) আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী হিসাব সফ্টওয়্যারে না থাকায় এবং প্রধান কার্যালয়ে শুধু আয় ও ব্যয় (মোট আয়-ব্যয়) থাকায় এবং ডেবিট/ক্রেডিট অনুযায়ী বিস্তারিত ট্রানজেকশনের সংখ্যা যথাযথভাবে না পাওয়ায় আয়-ব্যয়কে ভিত্তি ধরে ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য নিরীক্ষাযোগ্য ঝুঁকি নির্বাচনের জন্য প্রথমেই সুনির্দিষ্ট কয়েকটি Risk Parameter নির্বাচন করা আবশ্যক।

Risk Parameter নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

১। নির্বাচিত Parameter এ সম্ভাব্য ঝুঁকির (Risk Aspect) প্রতিফলন।

২। নির্বাচিত Parameter এর বিপরীতে পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্নিবেশ।

তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

ঝুঁকি নির্ধারণে আয় ও ব্যয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে বিআরটিসি'র সকল আয়, বেতন-ভাতা ব্যতিত অন্যান্য ব্যয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং মূলধন ব্যয় ঝুঁকির Parameter হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি, মধ্যম ঝুঁকি ও নিম্ন ঝুঁকি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেতন ভাতাদি, মোট স্থায়ী সম্পদের উপর পুঞ্জিভূত অবচয়, সরকারি ঋণ পরিশোধ অত্যাবশকীয় ব্যয় বিধায় তা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।

অডিট সময়কালঃ

২২/১১/২০২০ হতে ২৫/০১/২০২১ খ্রি.।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের ওপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধান লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৯ টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৪,৬২,২০,৫০৯ (চব্বিশ কোটি বাষট্রি লক্ষ বিশ হাজার পাচঁশত নয় টাকা) এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- দীর্ঘমেয়াদী লীজের উপর ভ্যাট কর্তন না করা।
- দোকান/স্থাপনা ভাড়ার উপর ভ্যাট কর্তন না করা।
- আদায়কৃত রাজস্ব (আয়) সংস্থার কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা (ব্যাংকের মাধ্যমে) না করা।
- প্রাপ্য রাজস্ব হিসাবভুক্ত না হওয়া/বকেয়া থাকা।
- রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অর্থ বকেয়া থাকা।
- দীর্ঘমেয়াদী লীজ গ্রহীতা হতে ইজারা বাবদ অর্থ আদায় না করা।
- ইজারা (স্থাপনা) চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন ফি প্রদান না করে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	টুপে/ট্রিপ বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না দেওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	১,৮৭,৩৩,৬৫৫
২.	চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করা সত্ত্বেও হস্তান্তর ফি আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব অনাদায়ী	১২,২৪,০০০
৩.	ইজারার অর্থ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে পুনঃবরাদ্দ দেয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৩৫,৮৭,৩৪০
৪.	১৩৯ টি নিলামযোগ্য অকেজো বাস নিলামে বিক্রয় না করে বিনষ্ট করার মাধ্যমে সরকারি সম্পদের অপচয়	--
৫.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্য আয় বকেয়া থাকায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি	৪,২৮,৪৮,৭৯৫
৬.	বিভিন্ন বাস ডিপো ও ব্যক্তির নিকট পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্ত টাকা হিসাবভুক্ত ও ব্যাংকে জমা না করে আত্নসাৎ	৪,৮৭,৯৩,৭৪৫
৭.	দোকান ও স্থাপনা ভাড়া আদায় না করায় বকেয়া/অনাদায়ী	৬,৫৬,২৯,০৮৮
৮.	রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ী/বকেয়া থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	২৪,৬১,৫০০
৯.	ইজারা বাবদ অর্থ আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব অনাদায়ী	৬,২৯,৪২,৩৮৬
	মোট =	২৪,৬২,২০,৫০৯

(কথায়: চব্বিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ বিশ হাজার পাচঁশত নয় টাকা)

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অডিট অনুচ্ছেদ নং ০১

শিরোনামঃ টুপে/ট্রিপ বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না দেওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১,৮৭,৩৩,৬৫৫ (এক কোটি সাতাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) টাকা।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো (বিআরটিসি) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে টুপে/ট্রিপ বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না দেওয়ায় সংস্থার ১,৮৭,৩৩,৬৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপোর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মানি রশিদ, দৈনিক আদায়ের বিবরণী, ক্যাশ বহিতে উল্লিখিত প্রাপ্ত টাকা এবং ব্যাংক জমার হিসাব পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুন/১৯, জুলাই/১৯, আগস্ট/১৯, নভেম্বর/১৯, ডিসেম্বর/১৯, জানু/২০, এপ্রিল/২০ মাসের মানি রশিদের মাধ্যমে টুপে/ট্রিপে বাবদ ৩,৬২,৪০,৩৫৫ টাকা আদায় করা হলেও ক্যাশ বহিতে হিসাবভুক্ত/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ১,৭৫,০৬,৭০০ টাকা। ফলে (৩,৬২,৪০,৩৫৫ - ১,৭৫,০৬,৭০০) অর্থাৎ ১,৮৭,৩৩,৬৫৫ টাকার গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ ক্যাশ বহিতে ১,৮৭,৩৩,৬৫৫ টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়নি। এমতাবস্থায়, আপত্তিকৃত টাকা সংস্থার ব্যাংক হিসাবেও জমা করা হয়নি।

জিএফআর বিধি-৫ অনুযায়ী সরকারি/সংস্থার অর্থ আদায়ের সাথে সাথেই তা জমা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন না করে ১,৮৭,৩৩,৬৫৫ টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়নি। ফলে, সংস্থার ১,৮৭,৩৩,৬৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১]।**

অনিয়মের কারণঃ

জিএফআর বিধি-৫ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিআরটিসি চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপোতে মার্চ/১৯ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত নতুন গাড়ী সংযুক্ত হতে থাকে। উক্ত গাড়ীগুলি পরিচালনার জন্য অপারেটিং ব্যয় করার জন্য টুপে রাজস্ব ব্যয় করা হয়। সাধারণত প্রধান কার্যালয় হতে আগের মাসের ব্যয়ের পর পরবর্তী মাসে ১৫ তারিখে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সময়মত ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণে উক্ত সময়ে টুপে/রাজস্ব জমা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর টুপে/রাজস্ব জমা করা হয় । বর্তমানে জুন/২০২০ খ্রি. পযর্ন্ত কোন প্রকার রাজস্ব বকেয়া নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অর্থবছর শেষ হওয়ার ৫ মাস পরে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের অনেক পরেও রাজস্ব জমা করা হয়নি। জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত কোন প্রকার রাজস্ব বকেয়া নেই বলা হলেও তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

টুপে বাবদ আদায়কৃত অর্থ ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ না করা এবং ব্যাংকে জমা না দেওয়ার জন্য জড়িত ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং প্রাপ্ত অর্থ ক্যাশ বহিতে হিসাবভুক্ত ও ব্যাংকে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনামঃ চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করা সত্ত্বেও হস্তান্তর ফি আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি ১২,২৪,০০০ (বার লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন কল্যাণপুর বাস ডিপো কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তি পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করা সত্ত্বেও গ্রহীতার নিকট হতে হস্তান্তর ফি আদায় না করায় সংস্থার ১২,২৪,০০০ টাকা রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে।

বিআরটিসি এবং কল্যাণপুর বাস ডিপো এর দোকান বরাদ্দের চুক্তি ও বরাদ্দপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কল্যাণপুর বাস ডিপোর অধীনে দোকানসমূহ বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। উক্ত চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৭ অনুযায়ী দোকান শুধু কনফেকশনারী ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোন কাজে বা ব্যবসার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান/দোকান বা দোকানের অংশ বিশেষ ব্যবহার করা যাবে না । চুক্তিপত্রের শর্ত নং- ১৫ অনুযায়ী ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করতে হলে সংস্থার নিকট লিখিত আবেদন করত: অনুমোদন নিতে হবে এবং দোকান ভাড়ার ৪ (চার) মাসের সম পরিমাণ অর্থ ব্যবসার ধরন পরিবর্তন ফি প্রদান স্বাপেক্ষে ব্যবসার ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে। সে অনুযায়ী উক্ত ডিপোর নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৭ টি দোকান লে-আউট অনুযায়ী নির্ধারিত বরাদ্দকৃত দোকান শুধু কনফেকশনারী ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোন কাজে বা ব্যবসার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান/দোকান বা দোকানের অংশ বিশেষ ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু নিরীক্ষাকালীন বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় যে, দোকানগুলি বাস কাউন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্থার লিখিত অনুমোদন এবং ব্যবসার ধরন পরিবর্তন ফি প্রদান ব্যতীত ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করে ব্যবসা পরিচালনা করায় সংস্থার ১২,২৪,০০০ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ০২]**।

অনিয়মের কারণঃ

চুক্তিপত্রের ০৭ নং ও ১৫ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

দোকান বরাদ্দ পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে দোকানের ধরন পরির্বতন করার বিষয়ে প্রধান কার্যালয় ও বরাদ্দ গ্রহীতাকে অবগত করা হবে। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয় কারণ, ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করা সত্ত্বেও হস্তান্তর ফি বাবদ অর্থ আদায় না করায় সংস্থা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২; তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী হস্তান্তর ফি আদায় করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনামঃ ইজারার অর্থ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে পুন:বরাদ্দ দেয়ায় সংস্থার ৩৫,৮৭,৩৪০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোয়ারসাহারা বাস ডিপো কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইজারার অর্থ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে পুন:বরাদ্দ দেয়ায় সংস্থার ৩৫,৮৭,৩৪০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর লং লীজ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স কেটিআর এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী মোঃ তৌহিদুর রহমান খান কে ৯ (নয়) টি টিসি বাস দৈনিক বাস প্রতি ১,২০০ টাকা হিসেবে ২০/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক ৩ (তিন) বছরের মেয়াদে প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত ঠিকাদারের নিকট ৯,১৬,৬০০ টাকা রাজস্ব বকেয়া থাকা সত্ত্বেও ২৫/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। মেয়াদ বৃদ্ধির পর ৭,৪২,০৬০ টাকা বকেয়া পরিশোধ করা হয়। ফলে (৯,১৬,৬০০-৭,৪২,০৬০) = ১,৭৪,৫৪০ টাকা বকেয়া অবশিষ্ট থাকে।

পরবর্তীতে বরাদ্দ আদেশ অনুযায়ী ২৫/০২/২০১৮ হতে ১৯/০২/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত মোট ৩১৬ দিনের রাজস্ব প্রতিটি বাসে দৈনিক ১,২০০ টাকা হিসেবে ৯ টি বাসে মোট (৩১৬× ১,২০০× ৯) = ৩৪,১২,৮০০ টাকা বকেয়া রয়েছে [গ্রেস পিরিয়ড ঈদের ৪ দিন সহ ৩৯ দিন ব্যতীত]। পূর্বের বকেয়াসহ মোট (৩৪,১২,৮০০ + ১,৭৪,৫৪০) = ৩৫,৮৭,৩৪০ টাকা বকেয়া-যা আদায়যোগ্য। বরাদ্দ পত্রের ৮ নং শর্ত মোতাবেক প্রতিদিনের রাজস্ব পরবর্তী দিনে জমা করার এবং বরাদ্দ পত্রের ৬ নং শর্ত মোতাবেক রাজস্ব জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ইজারা/বরাদ্দ আদেশ বাতিলের নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে অবশিষ্ট ৩৫,৮৭,৩৪০ টাকা বকেয়া থাকে **[বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ০৩]।**

অনিয়মের কারণঃ

বরাদ্দপত্রের ৬ নং ও ৮ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ইজারা মূল্য আদায় করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, সঠিক সময়ে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) চুক্তি/বরাদ্দ বাতিল না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক ।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ ১৩৯ টি নিলামযোগ্য অকেজো বাস নিলামে বিক্রয় না করে দীর্ঘ দিন ধরে ডিপোতে ফেলে রাখায় সংস্থার সম্পদের অপচয়।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মতিঝিল, কল্যাণপুর, মিরপুর, জোয়ারসাহারা, গাজীপুর বাস ডিপো, গাজীপুর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া বাস ডিপো এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৩৯ টি নিলামযোগ্য অকেজো বাস নিলামে বিক্রয় না করে দীর্ঘ দিন ধরে ডিপোতে ফেলে রাখায় সরকারি সম্পদের অপচয় হয়েছে।

নিরীক্ষাধীন ডিপোসমূহ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর নিলামে বিক্রয়যোগ্য গাড়ীর তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অকেজো ১৩৯ টি বাস, ট্রাক ও ট্রেনিং কার দীর্ঘদিন যাবৎ ফেলে রাখা হয়েছে। নিরীক্ষাকালীন সময়ে সরেজমিন যাচাইয়ে দেখা যায় বাসগুলোর বাহিরের দিকটা ভাল থাকলেও দীর্ঘদিন যাবত ফেলে রাখার কারণে বাসের ভিতরে ময়লা-আবর্জনা জমা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০), তারিখঃ ১১ মে, ১৯৯৯ অনুযায়ী ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনপূর্বক অকেজো বাসসমূহ নিলামে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে নিলামযোগ্য অকেজো বাসগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ নিলামে বিক্রয় করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় সরকারি সম্পদের অপচয় করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ০৪]।**

অনিয়মের কারণঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০), তারিখঃ ১১ মে, ১৯৯৯ এর অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা এর ধারা [মোটরযানঃ (অনুচ্ছেদ-৯)] এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মতিঝিল, কল্যাণপুর, মিরপুর, জোয়ারসাহারা, গাজীপুর, বরিশাল, খুলনা, ও রংপুর -বাস ডিপো আপত্তিতে উল্লিখিত গাড়ীগুলো মেরামতের অযোগ্য হওয়ায় অকেজো/বিইআর ঘোষনা করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত গাড়ী প্রধান কার্যালয়ের ক্রয় বিভাগের মাধ্যমে নিলামে বিক্রয় করতে হয়। ডিপো কর্তৃপক্ষের নিলামে বিক্রয় করার সুযোগ নেই। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের পর প্রমাণকসহ পরিবহন অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। নিলামযোগ্য অকেজো বাস নিলামে বিক্রয় না করে বিনষ্ট করার মাধ্যমে সরকারি সম্পদের অপচয় করা হচ্ছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

নিলামযোগ্য অকেজো বাস দীর্ঘ দিন নিলামে বিক্রয় না করায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক। একই সাথে নিলামযোগ্য অকেজো বাস দ্রুত নিলামে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনামঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্য আয় বকেয়া থাকায় সংস্থার ৪,২৮,৪৮,৭৯৫ (চার কোটি আটাশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকা রাজস্ব অনাদায়ী।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা ট্রাক ডিপোর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিবহন সার্ভিস হতে প্রাপ্য আয় বকেয়া থাকায় সংস্থার ৪,২৮,৪৮,৭৯৫ টাকার রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে।

ঢাকা ট্রাক ডিপোর হিসাব বিবরণী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পরিবহন সার্ভিস বাবদ পাওনার তথ্যসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, খাদ্য অধিদপ্তর, বিসিআইসি এবং বিজিপ্রেস এর নিকট পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্য আয় অনাদায়ী রয়েছে। জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস বিধি-০৮ অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ ও ব্যাংকে জমা প্রদান রাজস্ব কিংবা প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব এবং জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর বিধি ২৮ মোতাবেক সরকারের সকল পাওনা নিয়মিত এবং দ্রুত নির্ধারণ, আদায় এবং যথারীতি সরকারি হিসাবে জমা নিশ্চিত করা বিভাগীয় অফিসারের কর্তব্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধিসমূহ পরিপালন না করায় সংস্থার ৪,২৮,৪৮,৭৯৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]।**

অনিয়মের কারণ:

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর বিধি-৮ এবং ২৮ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করে প্রমাণকসহ পরিবহন অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাব স্বীকৃতিমূলক এবং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্য আদায়কৃত রাজস্ব সংস্থার হিসাবে জমা করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য বকেয়া রাজস্ব আদায়পূর্বক সংস্থার হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনামঃ বিভিন্ন বাস ডিপোর ম্যানেজার ও ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্ত ৪,৮৭,৯৩,৭৪৫ (চার কোটি সাতাশি লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত পয়ঁতাল্লিশ) টাকা হিসাবভুক্ত ও ব্যাংকে জমা না করে আত্নসাৎ।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মতিঝিল, ঢাকা ট্রাক ডিপো, কল্যাণপুর, মিরপুর, জোয়ারসাহারা, গাজীপুর, বরিশাল, খুলনা এবং রংপুর বাস ডিপোসমূহে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন বাস ডিপোর ম্যানেজার ও ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্ত ৪,৮৭,৯৩,৭৪৫ টাকা হিসাবভুক্ত ও ব্যাংকে জমা না করে আত্নসাৎ করা হয়েছে।

উল্লিখিত ডিপোসমূহের রেকর্ডপত্র, হিসাব বিবরণী এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে পাওনার নথিপত্রসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ডিপোসমূহের ম্যানেজার ও বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ট্রাক ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ১৪,৭৩,৬১৫ টাকা এবং বিভিন্ন চালক, কন্ডাক্টর, সার্ভিস অপারেটর ও ব্যক্তি (লীজি) কর্তৃক (পরিশিষ্টে উল্লিখিত) ট্রিপ প্রতি হিসেবে প্রাপ্ত রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত মোট ৪,৭৩,২০,১৩০ টাকাসহ সর্বমোট (১৪,৭৩,৬১৫ + ৪,৭৩,২০,১৩০) = ৪,৮৭,৯৩,৭৪৫ টাকা ক্যাশিয়ার/ম্যানেজারের নিকট জমা প্রদানের বিধান থাকলেও জমা করা হয়নি। ফলে, তা সংস্থার ব্যাংক হিসাবেও জমা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন বাস ডিপোর ম্যানেজার, ব্যক্তি (লীজি), চালক, কন্ডাক্টর ও সার্ভিস অপারেটর কর্তৃক পরিবহন সার্ভিস বাবদ প্রাপ্ত ৪,৮৭,৯৩,৭৪৫ টাকা ক্যাশ বহিতে জমা এবং ক্যাশবহি অনুযায়ী ব্যাংকে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস বিধি-০৮ অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ ও ব্যাংকে জমা প্রদান রাজস্ব কিংবা প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব। জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস বিধি ২৮ মোতাবেক সকল পাওনা নিয়মিত এবং দ্রুত নির্ধারণ, আদায় এবং যথারীতি সরকারি হিসাবে জমা নিশ্চিত করা বিভাগীয় অফিসারের কর্তব্য। উক্ত বিধিসমূহ পরিপালন না করে ৪,৮৭,৯৩,৭৪৫ টাকা নিজের আয়ত্তে রেখে আত্নসাৎ করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬(১-১১)]।**

অনিয়মের কারণ:

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস বিধি-৮ এবং ২৮ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত চালক ও কন্ডাক্টরদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করে প্রমাণকসহ পরিবহন অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাব স্বীকৃতিমূলক এবং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, চালক ও কন্ডাক্টরদের নিকট হতে প্রাপ্ত ও দৈনিক আদায়কৃত রাজস্ব সংস্থার হিসাবভুক্তি এবং ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২; তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংস্থার হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনামঃ দোকান ও স্থাপনা ভাড়া আদায় না করায় ৬,৫৬,২৯,০৮৮ (ছয় কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটাশি) টাকা বকেয়া/অনাদায়ী।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম, মতিঝিল, কল্যাণপুর বাস ডিপো ও বিআরটিসি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যথাসময়ে দোকান ও স্থাপনা ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার ৬,৫৬,২৯,০৯১ টাকা বকেয়া/অনাদায়ী রয়েছে।

বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের দোকান ও স্থাপনা ভাড়া বকেয়ার স্টেটমেন্ট এবং ডিপো কার্যালয়সমূহের রেকর্ডপত্র, হিসাব বিবরণী ও আয়ের রেজিস্টারসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বাস ডিপোর আওতাধীন ৩৪,৫৯,৪৬৩ টাকা, মতিঝিল বাস ডিপোর আওতাধীন দোকান ভাড়া বাবদ ১৪,০৪,৪৮১ টাকা, কল্যাণপুর বাস ডিপোর আওতাধীন ১৩,৬২,৩৫০ টাকা এবং প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন দোকান ও স্থাপনা ভাড়া বাবদ ৫,৯৪,০২,৭৯৪ টাকা সর্বমোট (৩৪,৫৯,৪৬৩ + ১৪,০৪,৪৮১ + ১৩,৬২,৩৫০ + ৫,৯৪,০২,৭৯৪) = ৬,৫৬,২৯,০৮৮ টাকা বকেয়া রয়েছে। বিভিন্ন দোকান ও স্থাপনা ভাড়া বাবদ প্রাপ্য অর্থ আদায় করা হয়নি। "কর্পোরেশনের দোকান, অফিস, স্পেস বা উন্মুক্ত স্থান ভাড়া প্রদান, ইজারা প্রদান, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান নীতিমালা-২০০৭" এর (চ) এর ধারা-২৫ অনুযায়ী নির্ধারিত দোকান ভাড়া ২য় পক্ষ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ইজারা বরাদ্দ নীতিমালা ২০০৭-এর (ছ) এর ধারা-৪১ অনুযায়ী ২য় পক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত যে কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট দোকানের বরাদ্দপত্র বাতিল করা যাবে এবং ১ম পক্ষ দোকানের দখল গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন করা হয়নি **[বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ০৭(১-৪)]।**

অনিয়মের কারণঃ

এস্টেট ইজারা নীতিমালা, ২০০৭ এর (চ) এর বিধি-২৫ এবং (ছ) এর বিধি-৪১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

<u>চট্টগ্রাম বাস ডিপো</u>-চট্টগ্রাম সিবিটি মার্কেটের বকেয়া ভাড়ার টাকার মধ্যে জনাব হাশেম চৌধুরী, সত্বাধিকারী হোটেল মায়ামী লিঃ এর নিকট বকেয়া পাওনার ৩৪,৫৯,৪৬৩ টাকা আদায়ের জন্য পিডিআর এ্যাক্টে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায় করা হয়েছে। মামলা নিস্পত্তি করে প্রাপ্ত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ পরিবহন অডিটকে অবহিত করা হবে।

<u>মতিঝিল বাস ডিপো</u>-আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল ও আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের দোকান ও রেস্টুরেন্টের বকেয়া ভাড়া আদায় করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

<u>কল্যাণপুর বাস ডিপো</u>- ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত দোকান ভাড়া বকেয়া ২০২০-২০২১ অর্থবছর জুলাই/২০২০ খ্রি. মাস হতে সমুদয় বকেয়া আদায় করা হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়-বিআরটিসি পরিবহন ভবন, প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ফুলবাড়ীয়া সিবিএস-২ মার্কেটের দোকান/স্থাপনা বকেয়া ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বকেয়া ভাড়া পরিশোধ করার জন্য দোকান/স্থাপনা বরাদ্দ গ্রহীতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বকেয়া ভাড়া আদায় করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাব আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ,কল্যাণপুর বাস ডিপো জবাবে সমুদয় অর্থ আদায় করা হয়েছে বলা হলেও আদায়ের সমর্থনে অদ্যাবধি কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ফলে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বকেয়া আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা আদায় করা আবশ্যক।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বকেয়া আদায় করে সংস্থার হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনামঃ রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ী/বকেয়া থাকায় সংস্থার ২৪,৬১,৫০০ (চব্বিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মতিঝিল বাস ডিপো কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ী/বকেয়া থাকায় সংস্থার ২৪,৬১,৫০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক পরিবহন বাস সার্ভিস চুক্তি এবং নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের রয়েলটি বাবদ নির্ধারিত প্রতি ট্রিপ বিবরণী হতে দেখা যায় যে, রয়েল কোচ সার্ভিস কর্তৃক পরিচালিত ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা এবং এন আর ট্রাভেল্স, শ্যামলী পরিবহন কর্তৃক পরিচালিত ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-শিলং-গোহাঠি, আগরতলা-ঢাকা, ঢাকা-খুলনা-কলকাতা আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস হতে ২৪,৬১,৫০০ টাকা আদায় করা হয়নি। রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অর্থের বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস হতে ট্রিপ প্রতি নির্ধারিত রয়েলটি বাবদ রয়েল কোচ সার্ভিস এবং এন আর ট্রাভেল্স, শ্যামলী পরিবহন সার্ভিস হতে ২৪,৬১,৫০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮**]।

অনিয়মের কারণঃ

আন্তর্জাতিক পরিবহন বাস সার্ভিস চুক্তি পত্রের ০৪ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত রয়েল কোচ ও এন আর ট্রাভেলস শ্যামলী পরিবহন এর নিকট রয়েলটি বাবদ পাওনা টাকা পরবর্তীতে আদায় করা হবে। রয়েলটি বাবদ টাকা প্রধান কার্যালয়ে জমা করে থাকে ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া। মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে মার্চ/ ২০২০ হতে গাড়ী চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত উক্ত গাড়ীগুলো বন্ধ রয়েছে। করোনার কারণে গাড়ী বন্ধ না থাকলে উক্ত রয়েলটি আদায় হতো। গাড়ীগুলো পুনরায় পরিচালিত হলে বকেয়া রয়েলটি আদায় করে প্রমাণকসহ পরিবহন অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অর্থ বকেয়া থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ-৯

শিরোনামঃ ইজারা বাবদ অর্থ আদায় না করায় সংস্থার ৬,২৯,৪২,৩৮৬ (ছয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত ছিয়াশি) টাকার রাজস্ব অনাদায়ী।

বিবরণঃ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মতিঝিল, কল্যাণপুর, জোয়ারসাহারা, বরিশাল, খুলনা, বগুড়া বাস ডিপো এবং প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইজারা বাবদ অর্থ আদায় না করায় সংস্থার ৬,২৯,৪২,৩৮৬ টাকার রাজস্ব অনাদায়ী।

নিরীক্ষাকালে উপরিল্লিখিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র, হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ইজারা গ্রহীতার নিকট বিভিন্ন রুটে বাস ইজারা প্রদান করা হলেও ইজারা বাবদ প্রাপ্য রাজস্ব যথাসময়ে আদায় না করায় জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে (৯৪,৬৯,৬৩৪ + ৯০,২২,৭৪৪ + ৫৯,৫১,৪৭০ + ৯,৬০,৭৩৬ + ২,৬৬,৭০০ + ৫৩,০২,৪২০ + ৩,১৯,৬৮,৬৮২) = ৬,২৯,৪২,৩৮৬ টাকার রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে। বিআরটিসি বাস ইজারা নীতিমালা-২০০৭ এর ধারা ১০ অনুযায়ী টাকা জমাদানে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯ (১-৭)**]।

অনিয়মের কারণঃ

বিআরটিসি বাস ইজারা নীতিমালা-২০০৭ এর ধারা ১০ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

মতিঝিল বাস ডিপোঃ আপত্তিতে উল্লিখিত দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে রাজস্ব আদায় ও মামলা নিষ্পত্তি করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

কল্যাণপুর বাস ডিপোঃ দীর্ঘ মেয়াদী লিজের আদায়কৃত রাজস্ব প্রধান কার্যালয়ের চেয়ারম্যান, বিআরটিসি হিসাব নং এ জমা প্রদান করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ও নথি পর্যালোচনাপূর্বক জবাব পরে জানানো হবে।

রংপুর, খুলনা ও জোয়ারসাহারা বাস ডিপোঃ আপত্তিতে উল্লিখিত দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে রাজস্ব আদায় করে প্রমানক সহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

প্রধান কার্যালয়ঃ দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। অপরদিকে রাজস্ব বকেয়া পড়ে রয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বকেয়া রাজস্ব আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, দীর্ঘমেয়াদী ইজারা গ্রহীতা হতে ইজারা বাবদ অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৮২.১৩.০০০০.২৩০.০১.০০১.২১.১৩২, তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে AIR ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দীর্ঘমেয়াদী ইজারা গ্রহীতা হতে ইজারা বাবদ অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

তারিখঃ ——— বঙ্গাব্দ / ১৬/০৫/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ রফিকুল বারী খান
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপোর টুপে/ট্রিপ বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
১.	০১-০৬-১৯ হতে ০৩-০৬-১৯	৮,০০০	নাই	নাই
২.	০৮-০৬-১৯	৪,০০০		
৩.	১০-০৬-১৯	২১,৫০০		
৪.	১১-০৬-১৯	৮,০০০		
৫.	১৩-০৬-১৯	৮,০০০		
৬.	১৪-০৬-১৯	৪,৫০০		
৭.	১৫-০৬-১৯	৮,০০০		
৮.	১৬-০৬-১৯	২৬,০০০		
৯.	১৭-০৬-১৯	৫৪,০০০		
১০.	১৮-০৬-১৯ হতে ১৯-০৬-১৯	৪০,০০০		
১১.	২০-০৬-১৯	৭৭,০০০		
১২.	২১-০৬-১৯ হতে ২২-০৬-১৯	১,৮০,০০০		
১৩.	২৩-০৬-১৯	২১,৫০০		
১৪.	২৪-০৬-১৯	৩,২৯,৫০০		
১৫.	২৫-০৬-১৯	১,৯৬,০০০		
১৬.	২৬-০৬-১৯	১,৮৪,৫০০		
১৭.	২৭-০৬-১৯	৩,৬৮,৫০০		
১৮.	২৮-০৬-১৯	৯৮,৫০০		
১৯.	২৯-০৬-১৯	২,৪৯,০০০		
২০.	৩০-০৬-১৯	১,৬২,০০০		
২১.	০১-০৭-১৯	৮৯,০০০		
২২.	০২-০৭-১৯	১,৯৭,০০০		
২৩.	০৩-০৭-১৯	২,২৩,৫০০		

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
২৪.	০৪-০৭-১৯	১,২৬,০০০		
২৫.	০৫-০৭-১৯	২,১৯,০০০		
২৬.	০৬-০৭-১৯	২,১৫,৫০০		
২৭.	০৭-০৭-১৯	১,৪৪,০০০		
২৮.	০৮-০৭-১৯	৩,৬৭,৫০০		
২৯.	০৯-০৭-১৯	১,০৩,৫০৫		
৩০.	১০-০৭-১৯	৩,৩৭,৫০০		
৩১.	১১-০৭-১৯	১,৯৮,০০০		
৩২.	১২-০৭-১৯	২,৭৮,৫০০		
৩৩.	১৩-০৭-১৯	১,৬২,০০০		
৩৪.	১৪-০৭-১৯	৩,২৪,০০০	৯,৫২,০০০	
৩৫.	১৫-০৭-১৯	৩,৬৯,০০০		
৩৬.	১৬-০৭-১৯	১,০৮,০০০		
৩৭.	১৭-০৭-১৯	২,১৬,০০০	২২,৯৭,৯০০	
৩৮.	১৮-০৭-১৯	২,৭৯,০০০		
৩৯.	১৮-০৭-১৯	১,৯৮,০০০		
৪০.	১৯-০৭-১৯	৯৯,০০০		
৪১.	২০-০৭-১৯	২,৯৭,০০০		
৪২.	২১-০৭-১৯	১,৯৮,০০০		
৪৩.	২২-০৭-১৯	১,৭১,০০০	১২,১৪,০০০	
৪৪.	২৩-০৭-১৯	১,৩০,৫০০		
৪৫.	২৪-০৭-১৯	২,১৬,০০০		
৪৬.	২৫-০৭-১৯	২,১৬,০০০		
৪৭.	২৬-০৭-১৯	১,৫২,৫০০		
৪৮.	২৬-০৭-১৯ হতে ২৮-০৭-১৯	৯৪,৫০০		
৪৯.	২৯-০৭-১৯	৭৮,৫০০		
৫০.	৩০-০৭-১৯ হতে ৩১-০৭-১৯	২,৭৭,৫০০	৪৪,৬৩,৯০০	

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
৫১.	০১-০৮-১৯	৩,১৮,০০০		
৫২.	০২-০৮-১৯	২,০১,৫০০		
৫৩.	০৩-০৮-১৯	২,৫৫,০০০		
৫৪.	০৪-০৮-১৯	২,৬৯,০০০		
৫৫.	০৫-০৮-১৯	১,৭১,০০০		
৫৬.	০৬-০৮-১৯	২,৩০,৫০০		
৫৭.	০৭-০৮-১৯	২,৩৩,০০০		
৫৮.	০৮-০৮-১৯	২,৭২,০০০		
৫৯.	০৯-০৮-১৯	২,৬৯,০০০		
৬০.	১০-০৮-১৯	১,৩৩,৫০০		
৬১.	১১-০৮-১৯ হতে১৪-০৮-১৯	১,২৬,০০০		
৬২.	১৫-০৮-১৯ হতে১৮-০৮-১৯	১,৩৬,০০০		
৬৩.	১৯-০৮-১৯	১৮,০০৫	২২,৪৮,০০০	
৬৪.	২০-০৮-১৯	৩,৫০,৫০০		
৬৫.	২১-০৮-১৯	৪,৩৮,০০০		
৬৬.	২২-০৮-১৯	৩,২৪,০০০		
৬৭.	২৩-০৮-১৯	৪,২৭,০০০		
৬৮.	২৪-০৮-১৯	১,৩৯,৫০০		
৬৯.	২৫-০৮-১৯	২,৮৩,৫০০		
৭০.	২৫-০৮-১৯	২,১১,৫০০		
৭১.	২৬-০৮-১৯	৯২,০০০		
৭২.	২৭-০৮-১৯	১,০৩,০০০	২৬,২৩,৫০০	
৭৩.	২৮-০৮-১৯	২,৪৭,৫০০		
৭৪.	২৯-০৮-১৯	২,৭৯,০০০		
৭৫.	২৯-০৮-১৯	১,৭০,০০০		
৭৬.	৩০-০৮-১৯	৪,০৩,৫০০		
৭৭.	৩১-০৮-১৯	২,২৫,০০০		

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
৭৮.	০১-১১-১৯	৪৭,০০০		
৭৯.	০২-১১-১৯	১,০১,০০০		
৮০.	০৩-১১-১৯	১,০৫,০০০		
৮১.	০৪-১১-১৯	১,১৪,০০০		
৮২.	০৫-১১-১৯	১,৪৯,৫০০		
৮৩.	০৬-১১-১৯	১,২৩,৫০০		
৮৪.	০৭-১১-১৯	২,১৩,০০০		
৮৫.	০৮-১১-১৯	১,৪৬,০০০		
৮৬.	০৯-১১-১৯	৩,৬২,০০০		
৮৭.	১০-১১-১৯	৩,৫৮,৫০০		
৮৮.	১১-১১-১৯	৬৩,৫০০	৫,০৮,৫০০	
৮৯.	১২-১১-১৯	১,৯১,৫০০		
৯০.	১৩-১১-১৯	২,৭৬,৫০০		
৯১.	১৪-১১-১৯	৩,০৯,০০০	৬,৩২,০০০	
৯২.	১৫-১১-১৯	৪,৫১,০০০		
৯৩.	১৬-১১-১৯	১,৬৮,০০০		
৯৪.	১৭-১১-১৯	৩,৩০,৫০০		
৯৫.	১৮-১১-১৯	২,১৯,৫০০		
৯৬.	১৯-১১-১৯	৪,০১,৫০০	৭,২০,৫০০	
৯৭.	২০-১১-১৯	৩,৫৯,৫০০		
৯৮.	২১-১১-১৯	৪,১৬,৫০০		
৯৯.	২২-১১-১৯	৩,৯২,৫০০		
১০০.	২৩-১১-১৯	১,৫৩,৫০০		
১০১.	২৪-১১-১৯	১,৬৬,০০০		
১০২.	২৫-১১-১৯	২,০৭,৫০০	৮,৪০,৮০০	
১০৩.	২৬-১১-১৯	১,৮৩,৫০০		
১০৪.	২৭-১১-১৯	২,২৮,৫০০		

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
১০৫.	২৮-১১-১৯	৮৩,০০০		
১০৬.	২৯-১১-১৯	১,৫০,০০০		
১০৭.	৩০-১১-১৯	৭০,৫০০		
১০৮.	০১-১২-১৯	১,০৩,৫০০		
১০৯.	০২-১২-১৯	১,০৮,০০০		
১১০.	০৩-১২-১৯	১,১৭,৫০০		
১১১.	০৪-১২-১৯	১,৫৮,৫০০		
১১২.	০৫-১২-১৯	৩,২৬,০০০	১৫,৭০,৫০০	
১১৩.	০৬-১২-১৯	১,৮৮,৫০০		
১১৪.	০৭-১২-১৯ হতে ০৮-১২-১৯	২,৭৫,০০০		
১১৫.	০৯-১২-১৯	২,৮৮,৫০০		
১১৬.	১০-১২-১৯	৮২,০০০		
১১৭.	১১-১২-১৯	৬৪,২২০		
১১৮.	১২-১২-১৯	২,০৫,৫০০		
১১৯.	১৩-১২-১৯ হতে ১৪-১২-১৯	১,৬৬,৫০০		
১২০.	১৫-১২-১৯ হতে ১৬-১২-১৯	১,২৪,৫০০		
১২১.	১৭-১২-১৯	৭৭,৫০০	১১,৬৮,৫০০	
১২২.	১৮-১২-১৯	২৯,৫০০		
১২৩.	১৯-১২-১৯	১৪,০০০		
১২৪.	২০-১২-১৯ হতে ২২-১২-১৯	৫০,৬৫৪		
১২৫.	২৩-১২-১৯	১১,৫০০		
১২৬.	২৪-১২-১৯	২০,৫০০		
১২৭.	২৫-১২-১৯	৯২,৫০০		
১২৮.	২৬-১২-১৯	১,৯০,০০০		
১২৯.	২৭-১২-১৯	২,৩৯,০০০		
১৩০.	২৮-১২-১৯	৩,৮১,৫০০		
১৩১.	২৯-১২-১৯	৩,৯০,০০০		

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
১৩২.	৩০-১২-১৯	২,২২,০০০		
১৩৩.	৩১-১২-১৯	২,৫০,৫০০		
১৩৪.	০১-০১-২০	১,৮৮,৫০০		
১৩৫.	০২-০১-২০	১,৫২,৫০০		
১৩৬.	০৩-০১-২০	১,৫৮,৫০০		
১৩৭.	০৪-০১-২০	১৫,৫০০		
১৩৮.	০৫-০১-২০	১,৪৯,৫০০		
১৩৯.	০৬-০১-২০	২,৩৭,৫০০		
১৪০.	০৭-০১-২০	৩,৩৮,৫০০		
১৪১.	০৮-০১-২০	৫,১৮,৫০০		
১৪২.	০৯-০১-২০	৩,৫৯,৫০০		
১৪৩.	১০-০১-২০	৩,৭৪,৫০০		
১৪৪.	১১-০১-২০	২,৭৯,০০০		
১৪৫.	১২-০১-২০	২,৬১,০০০		
১৪৬.	১৩-০১-২০	১,৬৭,৫০০		
১৪৭.	১৪-০১-২০	১,৫২,০০০		
১৪৮.	১৫-০১-২০	২,২১,৯০০		
১৪৯.	১৬-০১-২০	৩,৩০,৯০০		
১৫০.	১৭-০১-২০	৩,৯৯,০০০		
১৫১.	১৮-০১-২০	৩,৪২,৯০০		
১৫২.	১৯-০১-২০	৪,৩০,০০০		
১৫৩.	২০-০১-২০	১,৩৫,০০০		
১৫৪.	২১-০১-২০	১,০৩,০০০		
১৫৫.	২২-০১-২০	১,৫১,০০০		
১৫৬.	২৩-০১-২০	১,৪৭,০০০	২০,২০,৩০০	
১৫৭.	২৪-০১-২০ হতে ২৫-০১-২০	৩,৩৭,৫০০		
১৫৮.	২৬-০১-২০	২,৫২,৫০০		

ক্রমিক নং	তারিখ	দৈনিক কালেকশন বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক ক্যাশ বহিতে প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয় (টাকা)	দৈনিক কালেকশন বহি অনুযায়ী দৈনিক ক্যাশ বহি এবং ব্যাংকে কম প্রদর্শিত প্রাপ্ত আয়ের পরিমান (টাকা)
১৫৯.	২৭-০১-২০	৩,৯৭,০০০	৭,১০,৫০০	
১৬০.	২৮-০১-২০	৩,১৬,৮০০		
১৬১.	২৯-০১-২০	১,৯৩,৫০০		
১৬২.	৩০-০১-২০	১,০৬,৫০০		
১৬৩.	০১-০৪-২০	৭৯,৮২৪		
১৬৪.	০২-০৪-২০	২১,৯১২		
১৬৫.	০৩-০৪-২০ হতে০৫-০৪-২০	২,৯৭,২০৬		
১৬৬.	০৬-০৪-২০	২,২৬,৩৭৮		
১৬৭.	০৭-০৪-২০	২,০৮,১২৮		
১৬৮.	০৮-০৪-২০	২৬,৮০০		
১৬৯.	০৯-০৪-২০	৯২,৮৪০		
১৭০.	১০-০৪-২০	১,৪৭,৩৮৮		
১৭১.	১১-০৪-২০	৩,৪০,৪২২		
১৭২.	১২-০৪-২০ হতে ১৩-০৪-২০	৩,৬৭,১১৬		
১৭৩.	১৪-০৪-২০ হতে ১৬-০৪-২০	২,২১,৫৭৬		
১৭৪.	১৭-০৪-২০ হতে ১৯-০৪-২০	৫,৬৪,৯৮০		
১৭৫.	২০-০৪-২০ হতে ২১-০৪-২০	১,৭১,৮৮৬		
১৭৬.	২২-০৪-২০ হতে ২৩-০৪-২০	১,৯৩,০৯৯		
১৭৭.	২৪-০৪-২০ হতে ২৫-০৪-২০	২,১২,৭৭২		
১৭৮.	২৬-০৪-২০ হতে ২৭-০৪-২০	২,৭৮,৪২২		
১৭৯.	২৮-০৪-২০ হতে ২৯-০৪-২০	২,৭৫,৮৩৬		
১৮০.	৩০-০৪-২০	১,১৭,৩৮৬		
	সর্বমোট=	**৩,৬২,৪০,৩৫৫**	**১,৭৫,০৬,৭০০**	**১,৮৭,৩৩,৬৫৫**

অনুচ্ছেদ-০২
পরিশিষ্ট- ০২

কল্যাণপুর বাস ডিপোর চুক্তি পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করায় হস্তান্তর ফি বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	দোকান নম্বর ও সংখ্যা	বরাদ্দপত্র অনুযায়ী ব্যবসার ধরণ	হস্তান্তর ফি (মাসিক ভাড়া × ৪ মাস × দোকান সংখ্যা)	হস্তান্তর ফি বাবদ প্রাপ্য অর্থ	বর্তমানে পরিচালিত ব্যবসার ধরণ
১	৩৭/১ হতে ৩৭/১২= ১২ টি	৩৭/১ হতে ৩৭/৫= ৫ টি কনফেকশনারী দোকান। ৩৭/৬ হতে ৩৭/৯= ৪ টি ঔষধের দোকান। ৩৭/১০ হতে ৩৭/১২= ৩ টি পর্দার কাপর ও রেডিমেইড ক্লথের দোকান।	(৬,৭৫০ × ৪) = ২৭,০০০ × ১২= ৩,২৪,০০০ টাকা	৩,২৪,০০০	প্রতিটি দোকানই অননুমোদিতভাবে ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করে ব্যবসা পরিচালনা করছে।
২	৩৭/১৩= ১ টি	৩৭/১৩= ১ টি পর্দার কাপর ও রেডিমেইড ক্লথের দোকান।	(৯,০০০ × ৪) = ৩৬,০০০ × ১ = ৩৬,০০০ টাকা	৩৬,০০০	
৩	৩৭/১৪ হতে ৩৭/১৭= ৪ টি	৩৭/১৪ হতে ৩৭/১৭= ৪ টি লুকিং গ্লাস ও হস্তশিল্পের দোকান।	(৯,০০০ × ৪) = ৩৬,০০০ × ৪ = ১,৪৪,০০০ টাকা	১,৪৪,০০০	
৪	৩৭/১৮ হতে ৩৭/৩৭= ২০ টি	৩৭/১৮ হতে ৩৭/৩৭= ২০ টি বিল্ডিং মেটেরিয়ালস এর দোকান।	(৯,০০০ × ৪) = ৩৬,০০০ × ২০ = ৭,২০,০০০ টাকা	৭,২০,০০০	
			মোট=	**১২,২৪,০০০**	

অনুচ্ছেদ-০৩
পরিশিষ্ট- ০৩

ইজারার অর্থ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে পুনবরাদ্দ দেয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	গাড়ির নম্বর ও সংখ্যা	সময়কাল	দৈনিক রাজস্বের হার (টাকা)	বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৩১৩৮, ৩১৩৯, ৩২৮৫, ৩২৮৬, ৩৪১৫, ৩৪১৬, ৩৪৫০, ৩৪৫১ ও ২৫৫৭ = ০৯ টি	২০/০১/২০১৫হতে ২৪/০২/২০১৮ পর্যন্ত	-	১,৭৪,৫৪০	পূর্বের বকেয়া
		২৫-০২-২০১৮ হতে ১৯-০২-২০১৯= ৩১৬ দিন	১,২০০	(১,২০০ × ৩১৬ × ৯) = ৩৪,১২,৮০০	গ্রেস পিরিয়ড এবং ঈদ সহ ৩৯ দিন বাদ দিয়ে ৩১৬ দিন ধরা হয়েছে।
			মোট=	**৩৫,৮৭,৩৪০**	

অকেজো বাসগুলিকে দীর্ঘদিন মেরামত না করে ফেলে রেখে/নিলামযোগ্য অকেজো বাসগুলিকে নিলামে বিক্রয় না করে বিনষ্ট করার মাধ্যমে সরকারি সম্পদের অপচয় করা।

ক্রমিক নং	সংশিষ্ট অফিস	অকেজো বাসের সংখ্যা
১	নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো	৩৭ টি
২	কল্যাণপুর বাস ডিপো	৩২ টি
৩	মিরপুর বাস ডিপো	২৪ টি
৪	গাজীপুর বাস ডিপো	১১ টি
৫	ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	০৩ টি
৬	বরিশাল বাস ডিপো	১০ টি
৭	খুলনা বাস ডিপো	২ টি
৮	রংপুর বাস ডিপো	১৩ টি
৯	বগুড়া বাস ডিপো	০৭ টি
	সর্বমোট=	**১৩৯ টি**

পরিশিষ্ট- ০৫

ঢাকা ট্রাক ডিপোর পরিবহন সেবা প্রদান হতে বিআরটিসি'র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ট্রাক ভাড়া বাবদ জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বকেয়া/ হিসাবভুক্ত না হওয়ার রাজস্বের বিবরণী:

ক্রমিক নং	ডিপো/ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	খাদ্য অধিদপ্তর	৩,৪২,২৭,০৩০
২	বিসিআইসি	৭৬,৪০,৫৩৪
৩	বিজিপ্রেস	৯,৮১,২৩১
সর্বমোট =		৪,২৮,৪৮,৭৯৫

অনুচ্ছেদ-০৬

পরিশিষ্ট- ০৬

বিভিন্ন বাস ডিপো হতে প্রাপ্য আয় হিসাবভুক্ত না হওয়ার বিবরণীর সারসংক্ষেপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা	পরিশিষ্ট নম্বর
১.	চট্টগ্রাম বাস ডিপো	১৮,২৩,৯৭৫	৬(১)
২.	নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো	৫,৮১,৯৪৫	৬(২)
৩.	মতিঝিল বাস ডিপো	১১,২৩,৫১২৯	৬(৩)
৪.	ঢাকা ট্রাক ডিপো	১৪,৭৩,৬১৫	৬(৪)
৫.	কল্যাণপুর বাস ডিপো	২৯০,৮০৫	৬(৫)
৬.	মিরপুর বাস ডিপো	১,১২,৩৫,১২৯	৬(৬)
৭.	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো	৬,,৫৪,৯৪০	৬(৭)
৮.	গাজীপুর বাস ডিপো	২৪,৫৭,৫৯৫	৬(৮)
৯.	বরিশাল বাস ডিপো	৩৩,৪৩,০১১	৬(৯)
১০.	খুলনা বাস ডিপো	৩১,৫১,৮৩০	৬(১০)
১১.	রংপুর বাস ডিপো	১,১১,২৯,২০০	৬(১১)
	সর্বমোট =	৪,৮৭,৯৩,৭৪৫	

চট্টগ্রাম বাস ডিপোর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালকদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	মরহুম মোঃ মোতালেব হোসেন	চালক-সি	১,৬৩,৮০০
২	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন (ডিসমিসকৃত)	চালক-সি	৪,৬৫,৭২৫
৩	জনাব মোঃ জুয়েল রানা (ডিসমিসকৃত)	চালক-সি	২,৮৯,২৫০
৪	জনাব মোঃ রিপন	চালক-সি	১,৮৮,০০০
৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (ডিসমিসকৃত)	চালক-সি	২,১০,৮০০
০১	জনাব মোঃ আশরাফ আলি	চালক-বি	২,৮০,৯০০
০২	জনাব মোঃ শাহিন	চালক-সি	২,২৫,৫০০
		টাকা =	**১৮,২৩,৯৭৫**

পরিশিষ্ট- ০৬.২

নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপোর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/কন্ডাক্টরদের নিকট হতে পরিবহন সার্ভিস বাবদ আদায়কৃত ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১.	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন	চালক-সি	২,৫৮,৫০০
২.	জনাব মোঃ সুমন মীর	কন্ডাক্টর-ডি	২১,৪২৫
৩.	জনাব মোঃ মামুন মিয়া	চালক-সি	৪,৬০০
৪.	জনাব আব্দুল খালেক	কন্ডাকটর-ডি	১৩,৬০০
৫.	জনাব ফরহাদ হোসেন	কন্ডাক্টর-ডি	১,৯৮,১১০
৬.	জনাব মোঃ আবুল বাশার প্রধান	কন্ডাক্টর-ডি	৩০,০০০
৭.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	চালক-সি	৫৫,৭১০
		মোট =	**৫,৮১,৯৪৫**

এ সময় উক্ত বাস ডিপোতে ব্যবস্থাপক হিসেবে জনাব জেড এম কামরুজ্জামান বাবু, জনাব দীপন চাকমা এবং মোঃ আব্দুল কাদের জিলানী দায়িত্ব পালন করেন।

মতিঝিল বাস ডিপোর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/ কন্ডাক্টরদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১.	জনাব মোঃ হানিফ সরকার	চালক-এ	৮৮,৯২,৮০০
২.	জনাব মোঃ সোহেল রানা	চালক-সি/নীল	১,৭৪,৪০০
৩.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কাজল	চালক-সি/নীল	৫,৮৩,২৫০
৪.	জনাব মোঃ চুন্নু মোল্লা	চালক-সি/নীল	১,৪৮,০০০
৫.	জনাব মোঃ এনামুল হক সুমন	কন্ডাক্টর-ডি	১৩,১৪,৭৫০
৬.	জনাব এস এম জোসেফ	কন্ডাক্টর-ডি	৪৪,৪০০
৭.	জনাব সাদেকুর রহমান	কন্ডাক্টর-ডি	৪,৭৫,৫০০
৮.	জনাব ফেরদৌস ঢালী	চালক-সি/নীল	৪৯,০০০
৯.	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন	চালক-সি/নীল	৭,১০০
১০.	জনাব মোঃ সোহাগ গাজী	চালক-সি/নীল	১৯,৪০০
১১.	জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন	চালক-সি/নীল	২,৫১,০০০
১২.	জনাব মোঃ রিয়াজ মিয়া	চালক-সি/নীল	৪,০৪,২০০
১৩.	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	কন্ডাক্টর	২,৬৪,১০০
১৪.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	চালক-সি/নীল	২৩,৮০০
		মোট =	১,১২,৩৫,১২৯

ঢাকা ট্রাক ডিপোর পরিবহন সেবা প্রদান হতে বিআরটিসি'র নিজস্ব বিভিন্ন ডিপো ও ব্যক্তির নিকট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ট্রাক ভাড়া বাবদ জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত বকেয়া/ হিসাবভুক্ত না হওয়ার রাজস্বের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ডিপো/ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১	বিআরটিসি মতিঝিল বাস ডিপো	৯৮,০৪৯
২	বিআরটিসি দ্বিতল বাস ডিপো	৯২,০৯০
৩	বিআরটিসি কল্যাণপুর বাস ডিপো	৯,৮৩০
৪	বিআরটিসি জোয়ারসাহারা বাস ডিপো	২৬,৭৫০
৫	বিআরটিসি বরিশাল বাস ডিপো	১২,০০০
৬	বিআরটিসি বগুড়া বাস ডিপো	১৩,১৭৬
৭	বিআরটিসি চট্টগ্রাম বাস ডিপো	৫,১৯০
৮	বিআরটিসি কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও	১৪,৭৩৩
৯	বিআরটিসি সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, জয়দেবপুর	৯,৫৩,০৬৮
১০	বিআরটিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর	১৩,৫৩৮
১১	বিআরটিসি রংপুর ট্রাক বুকিং অফিস	৩,২৬০
১২	জনাব মীর সাহে আলম, পর্ষদ সদস্য, বগুড়া	১০,১০০
১৩	সচিব, বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়	৩০,০৬৪
১৪	জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) প্রধান কার্যালয়	৯৫,২৬৬
১৫	বিআরটিসি গাবতলী বাস ডিপো	৪৯,১৪৮
১৬	বিআরটিসি গাজীপুর বাস ডিপো	৩৫,১০৩
১৭	জনাব নাসির উদ্দিন, লীজি	১২,২৫০
	সর্বমোট =	**১৪,৭৩,৬১৫**

পরিশিষ্ট- ০৬.৫

কল্যাণপুর বাস ডিপোর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	জনাব মোঃ সাগর সরদার	চালক সি/নীল	৬৪,৮০০
২	জনাব শিপন হাওলাদার	চালক সি/নীল	৬,৫১০
৩	জনাব মুস্তাফিজার রহমান	চালক সি/নীল	৬,৬২০
৪	জনাব রোকনুজ্জামান	চালক সি/নীল	৯,৬০০
৫	জনাব মুন্তাজ আলী	চালক সি/নীল	২৭,৮০০
৬	জনাব আব্দুস সালাম বাবু	চালক সি/নীল	১,৭৫,৪৭৫
		মোট=	**২,৯০,৮০৫**

মিরপুর বাস ডিপোর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/কন্ডাক্টর/সার্ভিস অপারেটরের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া/হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	জনাব রফিকুল ইসলাম	কন্ডাক্টর/ডি	৯৮,৩২০
২	জনাব আবু হায়াত	কন্ডাক্টর/ডি	৯৫,০০০
৩	জনাব প্রসেনজিৎ কুমার রক্ষিত জয়	সার্ভিস অপারেটর	১,১০,৪১,৮০৯
		মোট=	১,১২,৩৫,১২৯

এ সময় উক্ত বাস ডিপোতে ব্যবস্থাপক হিসেবে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এ কার্যালয়ে দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

পরিশিষ্ট- ০৬.৭

জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/কন্ডাক্টরদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া/হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	জনাব রঞ্জু পারভেজ	চালক-সি	৫,০০০
২	জনাব জাহিদুল ইসলাম	চালক-সি	২,৯০০
৩	জনাব মারুফ	চালক-সি	১,০০০
৪	জনাব মনির মল্লিক	চালক-সি	৮,০০০
৫	জনাব ওমর শরীফ	কন্ডাক্টর-সি	২০,৮০০
৬	জনাব আজহার আলী	--	৩,০০০
৭	জনাব সুদেব বেপারী	চালক-সি	৫,০০০
৮	জনাব কাদের মোড়ল	চালক-সি	২৪,০০০
৯	জনাব স্বপন দাস	চালক-সি	১২,১০০
১০	জনাব ফয়সাল	চালক-সি	৬,০০০
১১	জনাব মাহবুব মোর্শেদ	কন্ডাক্টর-সি	১,৮০,৮১৫
১২	জনাব উগ্যজাই মারমা	চালক-সি	৫,০০০
১৩	জনাব সজল শিকদার	চালক-সি	৬,৩০০
১৪	জনাব মিল্টন আলী	চালক-সি	১৮,৭৫০
১৫	জনাব অহেদ ফরাজী	চালক-সি	২,৫০০
১৬	জনাব জাকির হোসেন	কারিগর	৬০,১০০
১৭	জনাব মোনায়েম কাজী	চালক-সি	৭,৫০০
১৮	জনাব হাবিবুর রহমান	চালক-সি	৬,৩৩৫
১৯	জনাব নূরুল ইসলাম বাবু	চালক-সি	১,৬০০

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
২০	জনাব আলী হোসেন	চালক-সি	৪১,৪৬০
২১	জনাব সেকেন্দার আলী	চালক-সি	১৮,৭৫০
২২	জনাব মশিউর রহমান	কন্ডাক্টর-সি	২৯,৫২০
২৩	জনাব আল আমিন -৫	চালক-সি	১,৫০০
২৪	জনাব জামাল উদ্দিন	চালক-সি	৪৮,৯৬০
২৫	জনাব ফোরকান ডিবি	ডিবি চালক	৩,৪৫০
২৬	জনাব বাহার উল্লাহ	চালক-সি	৮০০
২৭	জনাব নাঈম-২	চালক-সি	৩,০০০
২৮	জনাব আবুল হাসান	চালক-সি	৬,৬০০
২৯	জনাব রাজু ডিবি	ডিবি চালক	২,৮০০
৩০	জনাব নজরুল ইসলাম বাবু	চালক-সি	২৭,০০০
৩১	জনাব সাখাওয়াত হোসেন	চালক-সি	২,২০০
৩২	জনাব হেলাল মিয়া	চালক-সি	২৫০
৩৩	জনাব সাদ্দাম হোসেন	চালক-সি	৭,২৫০
৩৪	জনাব আফরাহিম	চালক-সি	৪০,৭০০
৩৫	জনাব জহির আহাম্মেদ	চালক-সি	২০০
৩৬	জনাব আমির হোসেন	চালক-সি	৯,০০০
৩৭	জনাব রাব্বি	ডিবি চালক	৬,০০০
৩৮	জনাব হাসমত	চালক-সি	১,২০০
৩৯	জনাব জুয়েল	চালক-সি	২৩,৪০০
৪০	জনাব মহসিন ফকির	চালক-সি	৪,২০০
		সর্বমোট =	**৬,৫৪,৯৪০**

উক্ত সময় বাস ডিপোতে ব্যবস্থাপক হিসেবে জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মনিরুজ্জামান, জনাব নুর-ই-আলম সচিব, বিআরটিসি এবং জনাব প্রকৌশলী মুহাম্মদ মনিউজ্জামান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

গাজীপুর বাস ডিপোর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/ কন্ডাক্টরদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক	মাসের নাম	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১.	পূর্ব হতে জুন/১৯ পর্যন্ত	১৫,৩০,১২৫
২.	জুলাই/১৯	৩,০০০
৩.	আগস্ট/১৯	১৪,২০০
৪.	সেপ্টেম্বর/১৯	২১,৫০০
৫.	অক্টোবর/১৯	৭৬,৩০০
৬.	নভেম্বর/১৯	৮৯,০০০
৭.	ডিসেম্বর/১৯	৩৬,১০০
৮.	জানুয়ারী/২০	১,০৩,৬০০
৯.	ফেব্রুয়ারী/২০	১,৩০,৬০০
১০.	মার্চ/২০	২,১২,৯০০
১১.	জুলাই/২০	২,৪০,২৭০
	মোট=	**২৪,৫৭,৫৯৫**

এ সময় উক্ত বাস ডিপোতে ব্যবস্থাপক হিসেবে জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়াল বুলবুল (ইন্সট্রাক্টর), জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান (সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর) এবং জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

পরিশিষ্ট-০৬.৯

বরিশাল বাস ডিপোর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/ কন্ডাক্টরদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	জনাব বিপ্লব গাজী	চালক	৫২,০০০
২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	কন্ডাক্টর	২৪,০০০
৩	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	কন্ডাক্টর	৩,০৫,৫০০
৪	জনাব ফোরকান হোসেন	চালক	৪৪,০০০
৫	জনাব ফোরকান হোসেন	চালক	৮,৫০০
৬	জনাব আব্দুস সালাম	কন্ডাক্টর	২৬,০০০
৭	জনাব আমির হোসেন	কন্ডাক্টর	৪৭,০০০
৮	জনাব ইব্রাহিম হাওলাদার	চালক	৮৭,২০০
৯	জনাব জিয়উল হক	কন্ডাক্টর	২০,০০০
১০	জনাব মজিবর রহমান সরদার	কন্ডাক্টর	৪৪,০০০
১১	জনাব মোসলেম উদ্দিন	কন্ডাক্টর	৪৮,০০০
১২	জনাব ইউনুস মুন্সি	চালক	২০,০০০
১৩	জনাব রাসেল মিয়া	চালক	৩০,০০০
১৪	জনাব ওসমান ফকির	চালক	২০,০০০
১৫	জনাব ওসমান ফকির	চালক	১৬২৫০০
১৬	জনাব আহমেদ মোল্লা	কন্ডাক্টর	৯৪,০০০
১৭	জনবা আবুল বাশার	চালক	৩৩,০০০
১৮	জনাব আল মামুন	কন্ডাক্টর	৪২ ,০ ০ ০
১৯	জনাব ফিরোজ হোসেন	কন্ডাক্টর	১১,০০০
২০	জনাব আবুল হোসেন	কন্ডাক্টর	৫৫,০০০
২১	জনাব সোহাগ খান	চালক	৬৪,০০০
২২	জনাব সোহাগ খান	কন্ডাক্টর	৭,০০০
২৩	জনাব ইউনুস শিকদার	চালক	২৪,০০০
২৪	জনাব ইউনুস শিকদার	চালক	২৮,০০০
২৫	জনাব সাইফুল সিকদার	ডিবি চালক	৪০,০০০
২৬	জনাব হেমায়েত হোসেন	চালক	১,৫৪,০০০
২৭	জনাব হেমায়েত হোসেন	চালক	৫২,০০০
২৮	জনাব জহিরুল ইসলাম	কন্ডাক্টর	৩৯,০০০
২৯	জনাব জাহাঙ্গীর আলম	কন্ডাক্টর	৪,২১,৪০০
৩০	জনাব নেয়ামত উল্লাহ	কন্ডাক্টর	৫৩,৮৯০
৩১	জনাব মজিবর রহমান	চালক	৩,৭৭,২৩০
৩২	জনাব নূর নবী হিরু	চালক	৪২,২৫১
৩৩	জনাব বাদল হাওলাদার	চালক	২,৬৫,৫০০
৩৪	জনাব রাজু আহম্মেদ	চালক	১০,০০০
৩৫	জনাব রাজিব শিকদার	চালক	৩,৩৫,৮৪০
৩৬	জনাব ফিরোজ মিয়া	চালক	১,০০,০০০
৩৭	জনাব আবুল হোসেন শিকদার	চালক	১,৫৫,২০০
		সর্বমোট=	**৩৩,৪৩,০১১**

পরিশিষ্ট- ০৬.১০

খুলনা বাস ডিপোর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/ কন্ডাক্টরদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	চালক/কন্ডাক্টরের নাম	পদবী	মোট হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	জনাব জনাব গনেশ বসু	চালক	১,০৬,০০০
২	জনাব ইলিয়াছ হাওলাদার	চালক	৫,৪১,১১৮
৩	জনাব জিয়াত হক	চালক	৪,২৫,২৫০
৪	জনাব মোঃ কবির	চালক	৮,১৮,০১২
৫	জনাব রবিউল ইসলাম	চালক	৫,৬৮,৩৫০
৬	জনাব এনামুল হক	কন্ডাক্টর	২,১৭,৫০০
৭	জনাব নূর-ইসলাম	কন্ডাক্টর	৪,২৫,৬০০
৮	জনাব মোশারফ হোসেন	চালক	৫০,০০০
		মোট=	**৩১,৫১,৮৩০**

এ সময় উক্ত বাস ডিপোতে ব্যবস্থাপক হিসেবে জনাব প্রকৌঃ নীহার রঞ্জন মজুমদার, জনাব মোঃ জামশেদ আলী, জনাব ওমর ফারুক মেহেদী, জনাব মোঃ জামিল হোসেন, এবং জনাব মোঃ নায়েব আলী এ কার্যালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

পরিশিষ্ট- ০৬.১১

রংপুর বাস ডিপোর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিপোর চালক/কন্ডাক্টরদের নিকট ট্রিপ প্রতি প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ বকেয়া বা হিসাবভুক্ত না হওয়ার টাকার বিবরণী:

ক্রমিক নং	চালক/কন্ডাক্টরের নাম	পদবী	মোট হিসাবভুক্ত না হওয়া টাকার পরিমান
১	জনাব মোঃ হোসেন সরকার	কন্ডাক্টর/১৪৩০	৬,৫১,৭০০
২	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	কন্ডাক্টর/ডি	১,২৭,১০০
৩	জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম	কন্ডাক্টর/১৬৭০	৩,৩৫,০০০
৪	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম	কন্ডাক্টর/ডি	৫,৬১,০০০
৫	জনাব মোঃ আরফান আলী	চালক/সি	১,০৪,৪০০
৬	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	চালক	৫,০২,৫০০
৭	জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার	চালক/সি	৩,৭৩,৫০০
৮	জনাব মোঃ মাসুদ মিয়া	চালক/বি	২২,০৬,২০০
৯	জনাব মোঃ হযরত আলী	চালক/বি	১,০৬,০০০
১০	জনাব মোঃ মোফাক্কের উল আলম	চালক/বি	৫৪,৪৪,৫০০
১১	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম	চালক/বি	১১,৮০০
১২	জনাব মোঃ আলামিন খান	চালক/সি	১০,০০০
১৩	জনাব মোঃ আঃ মতিন	চালক/সি	৭৫,০০০
১৪	জনাব মোঃ রাজু	চালক/সি	২,৮৪,৪০০
১৫	জনাব মইনুল ইসলাম	চালক/সি	৪৪,০০০
১৬	জনাব মোঃ মোহাদ্দেস আলী	চালক/সি	১,৬০,৬০০
১৭	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন	কন্ডাক্টর/ডি	১,৩১,৫০০
		সর্বমোট =	**১,১১,২৯,২০০**

পরিশিষ্ট- ০৭

বিভিন্ন বাস ডিপো হতে দোকান ও স্থাপনা ভাড়া আদায় না করার বিবরণীর সারসংক্ষেপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা পরিমাণ	পরিশিষ্ট নম্বর
১.	চট্টগ্রাম বাস ডিপো	৩৪,৫৯,৪৬৩	৫(১)
২.	মতিঝিল বাস ডিপো	১৪,০৪,৪৮১	৫(২)
৩.	কল্যাণপুর বাস ডিপো	১৩,৬২,৩৫০	৫(৩)
৪.	বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়	৫,৯৪,০২,৭৯৪	৫(৪)
সর্বমোট =		**৬,৫৬,২৯,০৮৮**	

চট্টগ্রাম বাস ডিপোর আওতাধীন চট্টগ্রাম সিবিটি মার্কেটের জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত দোকান/ স্থাপনা ভাড়া বাবদ প্রাপ্য বকেয়া রাজস্বের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	বর্তমান মাসিক ভাড়া (টাকা)	বকেয়া ভাড়া জুন/২০২০ পর্যন্ত (টাকা)
১	হানিফ এন্টারপ্রাইজ	জনাব হাজী কফিল উদ্দিন	৬২,৩৫৬	১,২৪,৭০৯
২	,,	জনাব হাজী কফিল উদ্দিন		
৩	,,	জনাব হাজী কফিল উদ্দিন		
৪	১/১	জনাব হাজী সামছুল হুদা	৭,১২৮	-
৫	ইউনিক সার্ভিস	জনাব হাজী সামছুল হুদা	৯,৯৮৩	
৬	১/২-১/৩	জনাব সাইফুল আলম (এস আলম)	১৩,০৫০	১,০৪,৪০০
৭	২য় তলার বিশ্রামাগার	জনাব সাইফুল আলম (এস আলম)	৭,৫২৪	৬০,১৯২
৮	০২	জনাব হাজী কফিল উদ্দিন	৯,২৪৭.৫০	৭৯,৮৪৪
৯	নীচ তলার বাথরুম	সৌদিয়া পরিবহন	৪,৯৭২.৫০	
১০	০৩	জনাব সালেহ আহাম্মদ	২,১৮২	-
১১	০৪	জনাব সালেহ আহাম্মদ	২,১৮২	-
১২	০৫	জনাব সালেহ আহাম্মদ	২,১৮২	-
১৩	০৬	জনাব সালেহ আহাম্মদ	২,১৬৪	-
১৪	১ম তলার বাথরুম	জনাব সালেহ আহাম্মদ	১,৬৫২.৪	-
১৫	০৭	পবিত্র কাপুড়িয়া ঐ (ঈগল পরিবহন)	১০,৬৫৩	৪,০০,৪৪২
১৬	নীচ তলার টয়লেট		৪,৯৫৪	১,৬৬,১৫৮
১৭	৮ ও ৯	শ্যামলী পরিবহন	২৫,৫৬৭	-
১৮	পশ্চিম টিকেট কাউন্টার	জনাব আবদুল মাবুদ এন্ড সন্স	৭,২৯০	৬৪,৫০০
১৯	৫২-এ	জনাবা আছিয়া বেগম	৮,৬৬৩.৪	২,৮২,২৪৮
২০	৫২-বি	জনাব রোকসানা বেগম	১২,৩২৮	১,৩৭,০৯০
২১	পশ্চিম টিকেট কাউন্টার	জনাব ফজলুর রহমান	৫,৪০০	-

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	বর্তমান মাসিক ভাড়া (টাকা)	বকেয়া ভাড়া জুন/২০২০ পর্যন্ত (টাকা)
২২	নীচ তলার টয়লেট	জনাব মোঃ নুরুলগনি চৌধুরী	২,৫৫০.০০	৩৬,২১০
২৩	পূর্ব সিঁড়ির নীচ কক্ষ	জনাব জানে আলম	১,৩০০	৭২,১৬২
২৪	ফাষ্টফুড সপ	জনাব আমির হোসেন	২,৭০০	৩,২৯,৭০০
২৫	ফাষ্টফুড	জনাব মোঃ আলী আহম্মদ	৪,৩২০	৪,১৫,২৯৫
২৬	১০ নং দোকান	(আলাউদ্দিন) আঃ মজিদ হাওঃ	২,৪৫৪	১৪,৭২৪
২৭	১১ নং দোকান	জনাব রাজু আহাম্মদ	২,২১৯	-
২৮	১২ নং দোকান	জনাব রফিক উদ্দিন	২,৮২৪	৫,৬৪৮
২৯	১৩ নং দোকান	জনাব মনির হোসেন	৭,৬৩৮	-
৩০	১৪ নং দোকান	জনাব জানে আলম	৩,২৯৯	১৫,৭৪২
৩১	১৫ নং দোকান	জনাব ইুরুল গনি চৌধুরী	৩,৫২৬	১৭৭৩৩
৩২	১৬ নং দোকান	জনাব ঘারুন মিয়া	৩,০৫১.৩৬	৭৫৩৬
৩৩	১৭ নং দোকান	জনাব মোছাঃ সাহিদা আক্তার	২১৬৩.৬	২৫,০৭৪
৩৪	কুলিংকর্ণার	জনাব জনাবা আছিয়া বেগম	৫৫৪৯	-
৩৫	১৮ নং দোকান	জনাব সৈয়দ আবু মোঃ শাহজাহান	২০৯০.৭০	৭৯২৯
৩৬	১৯ নং দোকান	জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দীন	১৬৫২.৪	৩৩,০৪৮
৩৭	২০ নং দোকান	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন	১,৬৫২	৩১,২৩৫
৩৮	২১ নং দোকান	জনাব জিতুমিয়া	৪,১৩০	২৮,৯১০
৩৯	২২ নং দোকান	জনাব ইউনুছ আজাদ	১,৮৫৫	৫৫,৭৮৪
৪০	২৩ নং দোকান	জনাব রওশন আলী	১,৮৫০	৬০,৮৩২
৪১	২৪ নং দোকান	জনাব খোঃ আরশাদ হোসেন	১,৬৬৫	-
৪২	২৫ নং দোকান	জনাব শাহানা আক্তার	১,৬৫২.৪	৫৯,২১১
৪৩	২৬ নং দোকান	জনাব মোঃ নুরুলগনি চৌধুরী	১,৮৭৩.২	২০,২৯২
৪৪	২৭ নং দোকান	জনাব আরএ নিজামী	১,৮৭৩.৭	১,৮৭৩
৪৫	২৮ নং দোকান	জনাব কামাল উদ্দিন	৬,৫২.৪	৩,৩০৪
৪৬	২৯ নং দোকান	জনাব মজিবুর রহমান	১,৯০৮	-

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	বর্তমান মাসিক ভাড়া (টাকা)	বকেয়া ভাড়া জুন/২০২০ পর্যন্ত (টাকা)
৪৭	৩০ নং দোকান	জনাব ফরিদ আহাম্মদ	১,৩২৩	১৪,৩৩২
৪৮	৩১ নং দোকান	জনাব আবু মোঃশাহজাহান	১,৯০৫.৬	১০৬৪৪
৪৯	৩২ নং দোকান	জনাব ইলা বড়ুয়া	১,৬৫২.৪	১১৩৭৯
৫০	৩৩ নং দোকান	জনাব অমল কান্তি নাথ	১,৬৫২.৪০	১০১৮২
৫১	৩৪ নং দোকান	জনাব আয়েশা খানম	১,৬৫২.৪	৮২,৯৪৪
৫২	৩৫ নং দোকান	জনাব মোছাঃ রোকসানা বেগম	১,৪৭৯.৬	৯,৯৯৯
৫৩	৩৬ নং দোকান	জনাব আন্তঃ জিলা বাস মালিক সমিতি	১,৩২২	১৬,৫৩০
৫৪	৩৭ নং দোকান	জনাব সিবিটি মার্কেট সমিতি	--	--
৫৫	৩৮ নং দোকান	জনাব চিংড়ি মাছ রপ্তানী সমিতি	১,৩২৩	২,৪৪৬
৫৬	৩৯ নং দোকান	জনাব জাফর আহম্মদ	১,৩২৩	২১,৬৬৫
৫৭	৪০ নং দোকান	জনাব নেজাম এন্ড আকরামউলা	১,৪৮০	১,২০,৩৬২
৫৮	৪১ নং দোকান	জনাব সালেহ আহাম্মদ	১,৩২৩	৮,৮২২
৫৯	৪২ নং দোকান	জনাব ইন্সটিটিউট অব ডিপো	১,৩২৩	৪১,০১৩
৬০	৪৩ নং দোকান	জনাব এফ আলম এন্ড কোং	১,৫০০	১,১২,৮৪৩
৬১	৪৪ নং দোকান	সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডা	১,৫০০	৩১,৪৯৩
৬২	৪৫ নং দোকান	জনাব খলিলুর রহমান এন্ড কোং	১,৩২৩	৮২০৭৩
৬৩	৪৬ নং দোকান	জনাব আহাম্মদ কবির	১,৩২৩	১,৩২৩
৬৪	৪৭ নং দোকান	জনাব অলিউলাহ	১,৩২৩	৩৪,৮১২
৬৫	৪৮ নং দোকান	জনাব আলতাফুর রহমান	১,৩২৩	৫৮,৬৩২
৬৬	৪৯ নং দোকান	আন্তঃজিলা বাস মালিক সমিতি	১,৩২৩	১৬,৫৩০
৬৭	৫০ নং দোকান	আন্তঃজিলা বাস মালিক সমিতি	১,৩২৩	১৬,৫৩৭
৬৮	৫১ নং দোকান	আন্তঃজিলা বাস মালিক সমিতি	১,৩২৩	১৬,৫৩৭
৬৯	২য় তলারবাথরুম	জনাব কাজী জামশেদ আলম	১,৪০৯	২৪,৮৯৭
৭০	২য় তলারবাথরুম	জনাব চিনু পাটোয়ারী	১,৪০৯.৪	৮৯,০৫৪
৭১	বারান্দার পূর্বংশ	জনাব রমজান মিয়া	১,৯৪৪	২১,২৮০
			মোট=	৩৪,৫৯,৪৬৩

অনুচ্ছেদ-০৭

পরিশিষ্ট- ০৭.২

মতিঝিল বাস ডিপোর আওতাধীন দোকান/ স্থাপনা ভাড়া বাবদ প্রাপ্য বকেয়া রাজস্বের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	মাসিক ভাড়া (টাকা)	জুন/২০২০ পর্যন্ত বকেয়া ভাড়া (টাকা)
১	আন্তর্জাতিক টার্মিনাল সংলগ্ন কাউন্টার	জনাব শ্রী রমেশ চন্দ্র ঘোষ	৮,০৬২.২১	৬১,৯২৩
২	আন্তর্জাতিক টার্মিনাল সংলগ্ন রেস্টুরেন্ট	জনাব রেহেনা বেগম	৪৮,০০০	১০,৯৮,৫৭২
৩	আন্তর্জাতিক টার্মিনালের ভিতরে স্টেশনারী দোকান ও কক্ষ	জনাব জহিরুল আলম	১৩,৮১০	২,৪৩,৯৮৬
			মোট=	**১৪,০৪,৪৮১**

পরিশিষ্ট- ০৭.৩

কল্যাণপুর বাস ডিপোর আওতাধীন দোকান/স্থাপনা ভাড়া বাবদ প্রাপ্য বকেয়া রাজস্বের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	দোকান নম্বর	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	টাকার পরিমাণ
১	৩৭/১	জনাব মমতাজ বেগম	৪০,৫০০
২	৩৭/২	জনাব খুরশিদ আলম	২০,২৫০
৩	৩৭/৪	জনাব আসমা ফেরদৌস	৩৫,৫০০
৪	৩৭/৫	জনাব এম রহমান	৩৩,৭৫০
৫	৩৭/৬	জনাব লায়লা আরজুমান বানু	৩৩,৭৫০
৬	৩৭/৭	জনাব মোঃ গোলাম মহিউদ্দীন	১৩,৫০০
৭	৩৭/৮	জনাব তৌহিদা ফেরদৌস	২৭,০০০
৮	৩৭/৯	জনাব সরফুর নেসা	২৭,০০০
৯	৩৭/১০	জনাব আনোয়ারা বেগম	১৩,৫০০
১০	৩৭/১১	জনাব খুরশিদা হোসেন	১৩,৫০০
১১	৩৭/১২	জনাব এম এ কাইউম	১৩,৫০০
১২	৩৭/১৩	জনাব ফারজানা হক	৩৬,০০০
১৩	৩৭/১৪	জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন	১৮,০০০
১৪	৩৭/১৫	জনাব আশরাফুর নেসা	১৮,০০০
১৫	৩৭/১৬	জনাব মোঃ আফজালুল হক	৪৫,০০০
১৬	৩৭/১৭	জনাব মোঃ কবির হোসেন সিকদার	৪৫,০০০
১৭	৩৭/১৮	জনাব মোঃ রফিকুর আলম ভূইয়া	৩৬,০০০
১৮	৩৭/১৯	জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন	৯,০০০

ক্রমিক নং	দোকান নম্বর	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	টাকার পরিমাণ
১৯	৩৭/২০	জনাব রিজিয়া বেগম	৯,০০০
২০	৩৭/২১	জনাব এ বি এম শাহআলম	৫৪,০০০
২১	৩৭/২২	জনাব মোঃ ইউনুস আলী	৫৪,০০০
২২	৩৭/২৩	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	৩৬,০০০
২৩	৩৭/২৪	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	৫৪,০০০
২৪	৩৭/২৫	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	৯০,০০০
২৫	৩৭/২৬	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	৩৬,০০০
২৬	৩৭/২৭	জনাব এম এ আজিজ আজাদ	৩৬,০০০
২৭	৩৭/২৮	জনাব এম এ আজিজ আজাদ	৯,০০০
২৮	৩৭/২৯	জনাব মোঃ আনওয়ারুল আমিন	৯,০০০
২৯	৩৭/৩০	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	৯,০০০
৩০	৩৭/৩১	জনাব মোঃ সোহাগ চৌধুরী	৪৫,০০০
৩১	৩৭/৩২	জনাব তাসলীমা আমিন	৯,০০০
৩২	৩৭/৩৩	জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন	৮১,০০০
৩৩	৩৭/৩৪	জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন	৯,০০০
৩৪	৩৭/৩৬	জনাব নাহিদা বেগম	২৭,০০০
৩৫	৩৭/৩৭	জনাব মীর জামাল আহমেদ	২৭,০০০
৩৬	৩৭/৩৮	জনাব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ	২০,০০০
৩৭	৫০/১	জনাব আব্দুস সালাম রিপন	৩,৬০০
৩৮	৫০/২	জনাব মোস্তাকিম হোসেন	৩,৬০০

ক্রমিক নং	দোকান নম্বর	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	টাকার পরিমাণ
৩৯	৫০/৩	জনাব খোস আহমেদ চৌধুরী	১০,৮০০
৪০	৫০/৪	জনাব নিলুফার ইয়াসমিন	১০,৮০০
৪১	৫০/৫	জনাব মোঃ রকিব চৌধুরী	১৮,৮০০
৪২	৫০/৬	জনাব ডাঃ এনায়েউল্লাহ	১০,৮০০
৪৩	৫০/৭	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	৭,২০০
৪৪	৫০/৮	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	৩,৬০০
৪৫	৫০/১৩	জনাব মোঃ শাহ জাহান	৩,৬০০
৪৬	৫০/১৪	জনাব আমিনুল হক ফাসেমি	৩,৬০০
৪৭	৫০/১৫	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	৭,২০০
৪৮	৫০/১৬	জনাব মোঃ নূর হোসেন	৭,২০০
৪৯	৫০/১৭	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	৫,৬০০
৫০	৫০/১৯	জনাব শায়লা ফারুক	১০,৮০০
৫১	৫০/২০	জনাব মোখরেসুর রহমান	১০,৮০০
৫২	৫০/২১	জনাব মাহবুবুর রহমান	৭,২০০
৫৩	৫০/২২	জনাব হুমায়ুন কবির	৩,৬০০
৫৪	৫০/২৩	জনাব ওয়াসেকা নওরিন	১০,৮০০
৫৫	৫০/২৫	জনাব কহিনূর বেগম	১০,৮০০
৫৬	৫০/২৬	জনাব মোঃ মীর হোসেন	৭,২০০
৫৭	৫০/২৭	জনাব ডাঃ জয়নাল আবেদিন	১১,০৪০
৫৮	৫০/৩০	জনাব মোঃ সেলিম মামুন	৫,৫২০

ক্রমিক নং	দোকান নম্বর	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	টাকার পরিমাণ
৫৯	৫০/৩১	জনাব বাবু সুমন্ত দাস	৫,৫২০
৬০	৫০/৩২	জনাব মোঃ মমিন উল্লাহ	৫,৫২০
৬১	৫০/৩৩	জনাব এম এ কাইয়ুম	২,৭৬০
৬২	৫০/৩৪	জনাব কহিনূর বেদম	২,৭৬০
৬৩	৫০/৩৫	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজুল হক	৭,০৮০
৬৪	৫০/৩৬	জনাব মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ	৫,৫২০
৬৫	৫০/৩৭	জনাব সামসুল হক	৫,৫২০
৬৬	৫০/৩৮	জনাব ইমরান হোসেন চৌধুরী	৫২০
৬৭	৫০/৩৯	জনাব মোঃ ফজলুল করিম	৮,২৮০
৬৮	৫০/৪০	জনাব নাজমুন নাহার বানু	৮,২৮০
৬৯	৫০/৪১	জনাব মোঃ আবুল খায়ের	২,৭৬০
৭০	৫০/৪২	জনাব ফাতেমা বেগম	৮,২৮০
৭১	৫০/৪৩	জনাব ক্যাপটেন (অব.) জালাল আহমেদ	৮,২৮০
৭২	৫০/৪৪	জনাব ক্যাপটেন (অব.) জালাল আহমেদ	৮,২৮০
৭৩	৫০/৪৫	জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন	২,৭৬০
৭৪	৫০/৪৬	জনাব মোঃ উমর ফারুক	২,৭৬০
৭৫	৫০/৪৮	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	৫,৫২০
৭৬	৫০/৪৯	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৩,৬০০
৭৭	৫০/৫০	জনাব এমদাদুল আলম দুলাল	১,৪৪০
		মোট=	১৩,৬২,৩৫০

বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জুন/ ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত দোকান/ স্থাপনা ভাড়া বাবদ বকেয়া টাকার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
১	অল ইন ওয়ান	তেজগাও, ঢাকা	৬২,২০,৭২০
২	সিটি পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি	তেজগাও, ঢাকা	০
৩	খান সন্স অটোমোবাইল	তেজগাঁও, ঢাকা	৩৭,৬৪,৬০৬
৪	দি পাইয়নিয়ার কার	তেজগাঁও, ঢাকা	১,৫৯,৬৭৫
৫	কার ডায়াগনষ্টিক	তেজগাঁও, ঢাকা	১,৮৪,২৯৬
৬	মেসার্স নাভানা ব্যাটারী	তেজগাঁও, ঢাকা	৬৭,৪২৯
৭	নিকুঞ্জ সিএনজি,	জোয়ারসাহারা	৭,৮৮,৬৯০.৩২
৮	নিকুঞ্জ কার সার্ভিসিং	জোয়ারসাহারা	১,১৭,৫০০
৯	নিকুঞ্জ পেট্রোল পাম্প	জোয়ারসাহারা	৯,৮৪,৬১২
১০	ইনট্রাকো সিএনজি	মিরপুর-১২	৫৯,৮১,০০০
১১	রোকসানা গার্মেন্টস	মিরপুর-১২	২,২৭,৩৭৭
১২	রোকসানা গার্মেন্টস	মিরপুর-১২	৩৪,১২৬
১৩	রোকসানা গার্মেন্টস	মিরপুর-১২	৪,৩৬,৫০০
১৪	পানাহার হোটেল	মিরপুর-১২	৪,৩৩,৯৪০
১৫	নাজ ট্রেডিং কোঃ লিঃ	গাজীপুর	৩৫,১৩,০০০
১৬	মেসার্স ইফাদ অটোস লিঃ	গাজীপুর	৩৬,৬০৩
১৭	বোরাক ফিলিং ষ্টেশন	নরসিংদী	২,২০,০৪৩
১৮	নরসিংদি ২০ টি দোকান	নরসিংদী	১১,৪৩,১৯২
১৯	সিএনজি পাম্প, রায়হান ট্রেডিং	চট্টগ্রাম	১,৩৩,১৯,৯১২.৪০
২০	হোটেল মায়ামি (আবাসিক)	চট্টগ্রাম	৪৪,২৭,৮৬০.৫৭
২১	ফোর এইচ লিংগারী (গার্মেন্স)	চট্টগ্রাম	০
২২	জালালাবাদ পেট্রোল পাম্প	চট্টগ্রাম	১,৭৭,৬০৬
২৩	বরিশাল পেট্রোল পাম্প	বরিশাল	৩৪,০৩৪

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
২৪	যশোর পেট্রোল পাম্প	যশোর	৪৭,১৮৬
২৫	০৮টি দোকান-যশোর ১ম তলা	যশোর	২,০৪,৯৪৬
২৬	০৮টি দোকান-যশোর ২য় তলা	যশোর	২৯,৫৯১
২৭	রহমান ফিলিং ষ্টেশন	সোনাপুর	১৬,০০০
২৮	ট্রাভেল কন্সালটেন্ট	প্রঃকাঃ- নিচতলা	-১,২৮,০৭৯
২৯	ঈফাদ অটোস	প্রঃকাঃ- নিচতলা	-২,৩৯,৯৭৫
৩০	মেঘনা ভেজিটেবলস	প্রঃকাঃ- ৪র্থ তলা	৯,৮০,৬০৬.৭৮
৩১	এম এম আজাদ	প্রঃকাঃ- ৬ষ্ট তলা	১৭,৪৮,২৬০
৩২	ওকিষ্টার বিডি	প্রঃকাঃ- ৭ম তলা	১২,৯৮,৬৫০
৩৩	ইয়র্ক কর্পোরেশন	প্রঃকাঃ- ৭ম তলা	১,৫০,৩৫৬.৫০
৩৪	মেসার্স হক এসোসিয়েট	প্রঃকাঃ- ৭ম তলা	৮২,৪৪০
৩৫	গ্লোবাল লিফট	প্রঃকাঃ- ৭ম তলা	৬,৯৩,৯৪১
৩৬	স্মাটকো এন্টার প্রাইজ	প্রঃকাঃ- ৮ম তলা	২,৯৫,৭৫০
৩৭	বিধিতা এন্টার প্রাইজ	প্রঃকাঃ- ৮ম তলা	১,২৯,৩৫১.০০
৩৮	সুমাইয়া এন্টার প্রাইজ	প্রঃকাঃ- ৮ম তলা	৭,৫২,৪৪৮.৫০
৩৯	টুরিষ্ট ওয়ার্ল্ড	প্রঃকাঃ- ৯ম তলা	২৪,৫৬,৩৯০
৪০	আব্বাস আলী	১/১	৫,৭৫৯.৬৪
৪১	সিরাজুল ইসলাম	১/২	-১,২৪৯.৩০
৪২	আমজাদ হোসেন	১/৩	-১,২৪৯.৩০
৪৩	মনির হোসেন	১/৪	১১,৩২৪.২৮
৪৪	শাহজাহান শেখ	১/৫	১১,২৭৩.২৮
৪৫	নেচার আহম্মদ	১/৭	১০,৪৫১.২০
৪৬	শাহজাহান মিয়া	১/৮	১০,৪৫১.২০
৪৭	জামশেদ মিয়া	১/৯	১০,৪৫৬
৪৮	মাসুদ খান	১/কে	-৪১০.৮৩
৪৯	আলাউদ্দিন	১/এ	১০,৬২৭
৫০	ওসমান গনি	১/বি	-৪,০১৩
৫১	রুবেল মিয়া	১/সি	২১,৭৯৯

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
৫২	আতাউর রহমান	২/এ	১০,৭২৭
৫৩	আঃ ওয়াহেদ	২৩/১-৬	৬,৪৫৬
৫৪	আঃ মালেক রাজু	১	০.০০
৫৫	সফিকুর ইসলাম	২/বি	২,৪২৭
৫৬	সিরাজুল ইসলাম	২/সি	৯,৭২৭
৫৭	শামসুল আলম	৩/এ	-৯,৮৩৮
৫৮	আব্দুল মান্নান	৩/বি	-১,৩১৩
৫৯	রমজান আলী	৩/সি	৯,৭২৭
৬০	সিরাজুল ইসলাম	৪/এ	৯,৭২৭
৬১	বেল্লাল হোসেন	৪/বি	৩,২৯১
৬২	শাহ আলম	৪/সি	৩,২৯১
৬৩	মোঃ হুমায়ুন কবীর	৫/এ	-৪,০১৩
৬৪	মোঃ আব্বাছ আলী	৫/বি	-৩,৯৩৯
৬৫	মোঃ রিয়াদ হোসেন	৫/সি	৬,৭২৭
৬৬	গোলাম মোস্তফা	৬	০
৬৭	মোঃ মামুন খালাসী	৮/এ	১০,৬২৭
৬৮	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৮/বি	৬,৪৩৫
৬৯	মোঃ আব্দুল আউয়াল	৮/সি	৬,৭২৭
৭০	মোঃ জিতু মিয়া	৯/এ	-২,৩০৯
৭১	নাহিদা আক্তার	৯/বি	-৯,১১০
৭২	আব্দুল হাই	৯/সি	-৯,১১০
৭৩	মনির হোসেন	১০/এ	১৩,৪৫৪.৬
৭৪	সফিকুল ইসলাম	১০/বি	-৪,০০১
৭৫	মোঃ আলম	১০/সি	-৪,০০১
৭৬	মোঃ শাহজাহান	১১/এ	৬,৭২৭
৭৭	মোঃ শাহজাহান	১১/বি	৮,৯২৭
৭৮	মোঃ ধন মিয়া	১১/সি	১০,৭২৭

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
৭৯	মোঃ রুবেল	১২	১১,৮০৭
৮০	ওয়ালিউল্লা	সিড়ির নিচ	৪৮,৮৯০.২০
৮১	আফজালুর রহমান	৪র্থ মার্কেট নিচতলা	১৯,১২৫
৮২	সালমা আক্তার	৪র্থ মার্কেট নিচতলা	-৬,৪৮০
৮৩	আবু তাহের	১	১৬,৮০২.৮৮
৮৪	মইনুদ্দিন	১	১৬,৮০২.৮৮
৮৫	মোঃ ফারুখ হোসেন	১	২১,৮৭৪.৪০
৮৬	মতিউর রহমান	১	১৬,৮০৫.৮৮
৮৭	শাহাদত+মিলন	১	৬,৪৮৮.৪০
৮৮	মোঃ মাসুদ	১	১৯,৮১২.৪০
৮৯	আওলাদ হোসেন	১	৩,৫৮,৬৮২.৪০
৯০	জাহাঙ্গির আলম	১/১	৬,৮০৮.৪০
৯১	মোঃ অলিউল্ল্যাহ	১/বি	১২,০৪১.০০
৯২	শাহ আলম	২/এ	৫,০৩৯.৮৮
৯৩	শাহ আলম	২/বি	৫,০৩৯.৮৮
৯৪	মজিবুল হক	৩/এ	৫,০৩৯.৬৮
৯৫	মাসুদ রানা	৩/বি	৪৮৩৯.৮৮
৯৬	লোকমান খান	৪/এ	৫,০৩২.৮৮
৯৭	ফিরোজ আলম	৪/বি	৫,০৩৭.৮৮
৯৮	নুরুল আলম	৫/এ	৫,০৩৮.৮৮
৯৯	মোঃ খাইরুল	৫/বি	৫,১৬০
১০০	হাজি নুরুল হক	৬/এ	৩,২৩৮.৮৮
১০১	হাজি নুরুল হক	৬/বি	৩,২১.৩৫
১০২	সাইফুল ইসলাম	৭/এ	-৩,৩৫৩.১২
১০৩	আতাউর রহমান	৭/বি	৫,০৬০.৮৮
১০৪	আবুল মহাজন	৮/এ	৭,২২৬.৮৮
১০৫	ইষপাত জাহান রানি	৮/বি	২৯,৯৪৭.০০
১০৬	ইষপাত জাহান রানি	৯/এ	৫,০৩৭.৮৮

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
১০৭	রোকেয়া আক্তার	৯/বি	৫,০৩৭.৮৮
১০৮	নাসির উদ্দিন খান	১০/এ	৫,০৩৮.৮৮
১০৯	ফকির আতাউর	১০/বি	৫,০৩৬.৮৮
১১০	তাহেরা বেগম	১১/এ	২৭,৮৩৫.০৫
১১১	ইসমাইল শেখ	১১/বি	-৩,৩৬১.৩৬
১১২	আওলাদ হোসেন	হোটেল/দোকান	-২৪৯.১২
১১৩	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১-এ	৭,২২৯.২০
১১৪	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১-বি	৭,২২৯.২০
১১৫	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/২-এ	৭,৩২০.২০
১১৬	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/২-বি	৭,৩২০.২০
১১৭	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৩-এ	৪,৮২৪.২০
১১৮	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৩-বি	৪,৮২৪.২০
১১৯	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৪-এ	৭,২০৫.২০
১২০	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৪-বি	৭,২০৫.২০
১২১	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৫-এ	০.২০
১২২	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৫-বি	০.২০
১২৩	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৬-এ	০.২০
১২৪	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৬-বি	০.২০
১২৫	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৭-এ	৮,৪১৩.২০
১২৬	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৭-বি	৮,৪১৩.২০
১২৭	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৮-এ	৩,৬১৮.২০
১২৮	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৮-বি	৩,৬১৮.২০
১২৯	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৯-এ	৭,২০৬.২০
১৩০	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/৯-বি	৭,২০৬.২০
১৩১	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১০-এ	৪,৯৭২.০০
১৩২	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১০-বি	৪,৯৭২.০০
১৩৩	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১১-এ	৪,৮২৪.২০
১৩৪	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১১-বি	৪,৮২৪.২০

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
১৩৫	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১২-এ	৩,৯১৯.২০
১৩৬	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১২-বি	৩,৯১৯.২০
১৩৭	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১৩-এ	৭,২০৫.২০
১৩৮	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১৩-বি	৭,২০৫.২০
১৩৯	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১৪-এ	৭,২১৫.২০
১৪০	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১৪-বি	৭,২১৫.২০
১৪১	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১৫-এ	৭,৩০৭.২০
১৪২	আওলাদ হোসেন	৩/১৫/১৫-বি	৭,৩০৭.২০
১৪৩	মমিনুল্লাহ মনির	১	৫,৩৩৬.৩৪
১৪৪	আইয়ুব হেলাল	১	৫,৩৩৬.৩৪
১৪৫	জহিরুল ইসলাম	২	১৩,৪৩৬.৩৪
১৪৬	আবুল বাশার	৩/এ	৫,৩৩৬.৩৪
১৪৭	অবু হানিফ	৩/বি	১৩,৪৩৬.৩৪
১৪৮	আঃ মান্নান	৪/এ	৫,৩৩৬.৩৪
১৪৯	আঃ মান্নান	৪/বি	৫,৩৩৬.৩৪
১৫০	এনামুল হক	৫/এ	৫,৪২৫.৩৪
১৫১	এনামুল হক	৫/বি	৫,৪২৫.৩৪
১৫২	আবুল হোসেন	৬/এ	৫,৩৩৬.৩৪
১৫৩	আবুল হোসেন	৬/বি	৫,৩৩৬.৩৪
১৫৪	জাহিদ হোসেন	৭/এ	৫,৩৩৬.৩৪
১৫৫	জাহিদ হোসেন	৭/বি	১৬,৭৩৬.৩৪
১৫৬	মহিউদ্দিন হান্নান	৮/এ	-৯৫৯.৬৬
১৫৭	মহিউদ্দিন হান্নান	৮/বি	-৯৫৯.৬৬
১৫৮	রহমান বাবুল	৯/এ	-৯৫৯.৬৬
১৫৯	রহমান বাবুল	৯/বি	-৯৫৯.৬৬
১৬০	হাজি ফয়েজ আহম্মদ	১০/এ	-১,৭৭৪.৬৬
১৬১	হাজি ফয়েজ আহম্মদ	১০/বি	-১,৭৭৪.৬৬
১৬২	রোকেয়া বেগম	১১/এ	৫,৩২৫.৩৪

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
১৬৩	রোকেয়া বেগম	১১/বি	৫,৩২৫.৩৪
১৬৪	ওসমান গনি	১২/এ	৬,১৬৪.৩৪
১৬৫	ওসমান গনি	১২/বি	৬,১৬৪.৩৪
১৬৬	জাহাঙ্গির আলম	১৩/এ	৫,৩৬৪.৩২
১৬৭	সাদেক ভুইয়া	১৩/বি	৫,৩৯৬.৬০
১৬৮	মাসুদ হাইয়ুম	১৪/এ	-১,৭৮৩.২৫
১৬৯	মাসুদ হাইয়ুম	১৪/বি	-১,৭৮৩.২৫
১৭০	আবুল কালাম আজাদ	১৫/এ	৫,৩৬০.৭৫
১৭১	আবদুল্লাহ ফারুখ	১৫/বি	-২,৪৮১.২৫
১৭২	ইমরান হোসেন	৪র্থ তলা ছাদের উপর	৪৮,৮৯৩.১০
১৭৩	তাবাসসুম চৌধুরী	০১ নং	-১০,৭৬৪
১৭৪	তারাননুম চৌধুরী	০২ নং	-১০,৭৬৪
১৭৫	মাসুদা বেগম	০৩ নং	৪,৯৬৬
১৭৬	আহম্মদ হোসেন	০৪ নং	৯,৯৩৮
১৭৭	খোকা সিকদার	০৫ নং	৮,৯২২
১৭৮	আমির হোসেন	০৬ নং	৮,২৮০
১৮৯	হোসনে আরা মতিন	০৭ নং	৯,৯৩৬
১৮০	ম্যানিলা মনিও ইসরাত জাহান	০৮ নং	-২২৮
১৮১	রিয়াদ হোসেন ফারুখ	০৯ নং	১০,২৯২
১৮২	আব্বাস আলী	১০ নং	১০,২৯২
১৮৩	এস এম জাকারি	১১ নং	-১
১৮৪	প্রদিপ কুমার	১২ নং	৩,৩১২
১৮৫	নুসরাত চৌধুরী	১৩ নং	-১০,৭৬৪
১৮৬	আঃ মতিন ভুইয়া	১৪ নং	১০,৩৮৪
১৮৭	মোঃ আঃ খালেক	১৫ নং	১৬,৫৬০
১৮৮	মোঃ শাহ আলম	১৬ নং	১৩,২৪৮
১৮৯	জামেনী হোসেন	১৭ নং	১৮,৪৪৮
১৯০	আঃ সাদেক ভুইয়া	১৮ নং	২৪,১২২

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
১৯১	বিশ্বজিৎ দাস	১৯ নং	৯,৭৪৪
১৯২	হাবিবুর রহমান	২০ নং	১৬,৫৬০
১৯৩	আঃ আইয়ুব আলী	২১ নং	১৯,৮২৪
১৯৪	মোঃ হান্নান মিয়া	২২ নং	২১,৫৩০
১৯৫	মোঃ মঞ্জু মিয়া	২৩ নং	১৯,৮৬৯
১৯৬	আবু আলী খান	২৩/১	১৭,৯০০
১৯৭	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	২৪ নং	-৩২৪
১৯৮	মোঃ জাহাঙ্গির আলম	২৫ নং	১০,৯৫০
১৯৯	মোঃ সেলিম	২৬ নং	১৬,৪০০
২০০	মোঃ মোতালেব মোল্লা	২৭ নং	-১৩,১৪০
২০১	হাসিনা বেগম	২৮ নং	৫,৪৭৫
২০২	হারুনুর রশিদ	২৪/১	৯,১২৫
২০৩	মোঃ শফিকুল	০১ নং কাউঃ	৪০,০০০
২০৪	গাবতলী বাস ডিপো	০২ নং কাউঃ	
২০৫	সৈয়দ নজরুল	০৩ নং কাউঃ	১,৩০,০০০
২০৬	মতিঝিল বাস ডিপো	০৪ নং কাউঃ	২,৬০,০০০
২০৭	কামরুজ্জামান খান	০৫ নং কাউঃ	১,৩০,০০০
২০৮	চান মিয়া	০৬ নং কাউঃ	১,১৫,০০০
২০৯	হাবিবুর রহমান	০৭ নং কাউঃ	-২৫,০০০
২১০	মোঃ মোশাররফ	০৮ নং কাউঃ	১,০৪,০০০
২১১	জোয়ার সাহারা বাস ডিপো	০৯ নং কাউঃ	
২১২	একেএম মাসুদুর রহমান	১৪ নং কাউঃ	৩২,০০০
২১৩	বাবু নন্দলাল	১৬ নং কাউন্ঃ	১,১০,০০০
২১৪	কাজি রেজাউল	জিগাতলা যাত্রী ছাউঃ	১,৫৯,৯৪৪.৪০
২১৫	নিলুফা	পঙ্গু হাসঃ যাত্রী ছাউঃ	১,১০,৯৭০
২১৬	উজ্জল	শিশু হাসঃ যাত্রী ছাউঃ	৩০,৫১০
২১৭	আবু তাহের	কমলাপুর যাত্রী ছাউঃ	৩৪,৫৬০
২১৮	শহিদুল ইসলাম (বাচ্চু)	জিপিও যাত্রী ছাউনী	৭৬,০৩৭

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনার পরিমাণ (টাকা)
২১৯	শ্রী বিমল চন্দ্র দাস	প্রেস ক্লাব যাত্রী ছাউঃ	৪০,০০০
২২০	মিজানুল ইসলাম	যমুনাসেতু যাত্রী ছাউঃ	৯০,৭৫২
২২১	গাজী মুসা	এয়ারপোর্ট যাত্রীছাউঃ	১৯,০৭,৯০২.০০
২২২	মোঃ সোহেল	দক্ষিন গেইটের টংদোঃ	২৭,০৬০
২২৩	সপর আলী	উত্তর গেইটের টংদোঃ	৮,৭৬০
২২৪	ইসমাইল হোসেন	উত্তর গেইটের টংদোঃ	৯,১০০
২২৫	আপন জন	উত্তর গেইটের টংদোঃ	৭,২০০
২২৬	আব্দুল আলীম বাবুল	উত্তর গেইটের টংদোঃ	৩,৫০০
২২৭	জনাব আয়েশা	মোঃপুর যাত্রী ছাউনী	৯,৩৪,৩৮৪.০০
২২৮	জনাব মোসলেউদ্দিন	মোঃপুর যাত্রী ছাউনী	৮৫,৬৯০.৬০
২২৯	জনাব আবু সুফিয়ান	মোঃপুর যাত্রী ছাউনী	৪৫,০৪৩.২০
২৩০	জনাব আমিনুল	মোঃপুর যাত্রী ছাউনী	৪৪,০৯৮.০০
২৩১	জনাব বিল্লাল	মোঃপুর যাত্রী ছাউনী	৯৫,৯০৩.২০
২৩২	জনাব নাহিদা পারভীন	মোঃপুর যাত্রী ছাউনী	১৭,৮৪৪.০০
২৩৩	মোঃ বেল্লাল হোসেন	দোকান ১,চট্টগ্রাম ট্রাক	২২,৪৬০
২৩৪	তোফায়েল আহম্মদ	দোকান ২,চট্টগ্রাম ট্রাক	১৩,৯২৪
২৩৫	রফিকুল্লাহ চৌধুরী	দোকান ৩,চট্টগ্রাম ট্রাক	১৩,৯২৪
২৩৬	শুভ মজুমদার	দোকান ৪,চট্টগ্রাম ট্রাক	৯,৪৩২
২৩৭	শাখাওয়াৎ হোসেন	দোকান ৫,চট্টগ্রাম ট্রাক	৯,৪৩২
২৩৮	আঃ মান্নান	দোকান ৬,চট্টগ্রাম ট্রাক	১৩,৯২৪
২৩৯	মোঃ রমজান আলী	দোকান, মিরপুর-১৩	৮,২১,৭১২.৮০
২৪০	এম এ রেজা	দোকান, দোকান-১৩	৩৭,৫০০.০০
২৪১	জনাব শ্রী রমেশ	দোকান,মতিঝিল ডিপো	১৯,৭৩০.৬৮
২৪২	জনাব রুবেল	দোকান,মতিঝিল ডিপো	২,৪০,৮০৬.৯০
২৪৩	জনাব রেহেনা	দোকান,মতিঝিল ডিপো	১০,৯৮,৫৭২.০০
		মোট=	**৫,৯৪,০২,৭৯৪**

পরিশিষ্ট- ০৮

মতিঝিল বাস ডিপোর রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য অনাদায়ী অর্থের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়া টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	রয়েল কোচ	১,৯০,০০০	৩০ জুন/২০২০ পর্যন্ত বকেয়া
২	এন আর ট্রাভেলস শ্যামলী পরিবহন	২২,৭১,৫০০	
মোট=		২৪,৬১,৫০০	

পরিশিষ্ট- ০৯

রাজস্ব বকেয়া বিবরণীর সারসংক্ষেপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	পরিশিষ্ট নম্বর
১.	মতিঝিল বাস ডিপো	৯৪,৬৯,৬৩৪	৮(১)
২.	কল্যাণপুর বাস ডিপো ও কল্যাণপুর চলমান ইজারা	৯০,২২,৭৪৪	৮ (২)
৩.	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো	৫৯,৫১,৪৭০	৮ (৩)
৪.	বরিশাল চলমান ইজারা	৯,৬০,৭৩৬	৮(৪)
৫.	খুলনা বাস ডিপো	২,৬৬,৭০০	৮ (৫)
৬.	বগুড়া বাস ডিপো	৫৩,০২,৪২০	৮ (৬)
৭.	প্রধান কার্যালয়, অপারেশন বিভাগ	৩,১৯,৬৮,৬৮২	৮(৭)
	সর্বমোট =	৬,২৯,৪২,৩৮৬	

পরিশিষ্ট- ০৯.১

মতিঝিল বাস ডিপো প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) হতে প্রাপ্য রাজস্ব বকেয়ার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ইজারা গ্রহীতার নাম	বকেয়া টাকার পরিমান (জুন/ ২০২০)
১	জনাব মোজ্জামেল হক বকুল সরকার	৬,০৪,৬০০
২	জনাব বাবু নন্দলাল মন্ডল	৬১,৭০,৯৭০
৩	জনাব মোঃ জামাল	২,২৪,৯৪০
৪	জনাব মোঃ আতহারুল ইসলাম	৮,০২,৭০০
৫	জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম (টিটু)	৬১,০২০
৬	জনাব মোঃ আরিফ মোতাহার	৭,৫৯,৯৯০
৭	জনাব মোঃ রমজান আলী	১,৮৩,৫৬০
৮	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	১,৫৭,৯৬৫
৯	জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	১,৯০,১৯০
১০	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	৩,১৩,৬৯৯
	মোট=	**৯৪,৬৯,৬৩৪**

পরিশিষ্ট- ০৯.২

কল্যাণপুর বাস ডিপো ও কল্যাণপুর চলমান ইজারার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	পরিশিষ্ট নম্বর
১.	কল্যাণপুর বাস ডিপো	**৮৬,২১,৯২৭**	৮.২(১)
২.	কল্যাণপুর চলমান ইজারা	৪,০০,৮১৭	৮.২(২)
	সর্বমোট =	৯০,২২,৭৪৪	

অনুচ্ছেদ-০৯

পরিশিষ্ট- ০৯.২(১)

কল্যাণপুর বাস ডিপো প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) হতে প্রাপ্য রাজস্ব বকেয়ার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ইজারা গ্রহীতার নাম	প্রাপ্য টাকার পরিমান (জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)	আদায়কৃত টাকার পরিমান (জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)	বকেয়া টাকার পরিমান (জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)
১	জনাব হাজ্বী কামরুজ্জামান খান ঠাকুর	১,৬৮,১৫০	-	১,৬৮,১৫০
২	জনাব সুনীল চন্দ্র দাস	১,৩৭,১০০	-	১,৩৭,১০০
৩	ইমাদ এন্টারপ্রাইজ	৪১,৯৫০	-	৪১,৯৫০
৪	মেসার্স এম এ কদ্দুস	২,২৬,৮০০	-	২,২৬,৮০০
৫	মেসার্স জয় ট্রেডার্স	২,২৫,২০০	-	২,২৫,২০০
৬	মোঃ জালাল আহমেদ	২,০৯,৯৫০	-	২,০৯,৯৫০
৭	মোঃ আমির হোসেন	১,২০,০৫০	-	১,২০,০৫০
৮	মোঃ হাফিজুর রহমান খান	১,৫২,১৫০	-	১,৫২,১৫০
৯	মোঃ জয়নাল আবেদীন	১,৩৬,৩০০	-	১,৩৬,৩০০
১০	মোঃ চাঁন মিয়া	১৩,৫৮,৫৮০	-	১৩,৫৮,৫৮০
১১	মোঃ জুলিয়াস খান ঠাকুর	৩,৭০,৮৬০	-	৩,৭০,৮৬০
১২	লিল্টু এন্টারপ্রাইজ	৩২,৬০,০০০	-	৩২,৬০,০০০
১৩	মেসার্স গোলাম এন্টারপ্রাইজ	৮,৮৮,৬০৪	-	৮,৮৮,৬০৪
১৪	রবিউল ট্রেডার্স	১,২১,০৮০	-	১,২১,০৮০
১৫	প্রাপ্তি এন্টারপ্রাইজ	১২,০৫,১৫৩	-	১২,০৫,১৫৩
	সর্বমোট=	**৮৬,২১,৯২৭**	-	**৮৬,২১,৯২৭**

পরিশিষ্ট- ০৯.২(২)

কল্যাণপুর চলামান দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) হতে প্রাপ্য রাজস্ব বকেয়ার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বাস সংখ্যা (জুন/ ২০২০)	রাজস্ব টাকা (জুন/ ২০২০)	আদায়কৃত টাকা (জুন/ ২০২০)	বকেয়া টাকার পরিমাণ (জুন/ ২০২০)
১	১১টি	৪,৯২,২৯১	৯১,৪৭৪	৪,০০,৮১৭
			মোট=	৪,০০,৮১৭

অনুচ্ছেদ-০৯

পরিশিষ্ট- ০৯.৩

জোয়ারসাহারা বাস ডিপো প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) হতে প্রাপ্য রাজস্ব বকেয়ার বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইজারা গ্রহীতার নাম	প্রাপ্য টাকা (জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ (জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)	বকেয়া (টাকা) (জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)
১	মেসার্স কেটিআর এন্টারপ্রাইজ	৩৫,৮৭,৩৪০	--	৩৫,৮৭,৩৪০
২	জনাব মোঃ জামাল	২,৬৫,২৮৫	--	২,৬৫,২৮৫
৩	জনাব বাদল খন্দকার	২০,১২,৬৪৫	--	২০,১২,৬৪৫
৪	বাবু শ্রী নন্দলাল	৮৬,২০০	--	৮৬,২০০
			মোট=	৫৯,৫১,৪৭০

বরিশাল চলমান দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) হতে প্রাপ্য রাজস্ব বকেয়ার বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	বাস নং	বকেয়া (টাকা) (জুন/ ২০২০)
১	জনাব মোঃ সাজু মিয়া	ঢাকা মেট্রো-ব-১১-২০৪২	৮০,০০০
২	জনাব মোঃ সাজু মিয়া	ঢাকা মেট্রো-ব-১১-২৩৭১	৮০,০০০
৩	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	নরসিন্দী-ব -০২-০০৭	৮২,৮৭৬
৪	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	কুমিল্লা-ব-০০৫৫	৩,০২,০৫০
৫	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	কুমিল্লা-ব-০০৫৭	২,৫৫,০৫০
৬	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম মানিক	ঢাকা-ব-১১-২১৯৪	১,৬০,৭৬০
		মোট=	৯,৬০,৭৩৬

পরিশিষ্ট- ০৯.৫

খুলনা বাস ডিপো জুন/২০২০ পর্যন্ত চলমান দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (বাস লং লীজ) হতে প্রাপ্য রাজস্ব বকেয়ার বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	বাস নং	বকেয়া (টাকা) (জুন/ ২০২০)
১	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম বাচ্চু	ঢাকা মেট্রো ব-১১-১৪২৪	৩২,২০০
২	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম বাচ্চু	ঢাকা মেট্রো ব-১১-১৮৫২	৬৯,৭০০
৩	জনাব মোঃ শামিম হোসেন	ঢাকা মেট্রো ব-১১-২১০৯	১,৬৪,৮০০
		মোট=	**২,৬৬,৭০০**

বগুড়া বাস ডিপোর ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী লীজিদের রাজস্ব অনাদায়ীর বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	বাস নম্বর	জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)
১.	জনাব শেখ নাছিম আলী	ঢাকা-মেট্রো-চ-৭৩৫৫ ঢাকা-মেট্রো-চ-৭৩৮৬	৪,২৩,১০০
২.	জনাব হাসান নিজামুদ্দৌলা	ঢাকা-মেট্রো-চ-৮২৯২ ঢাকা-মেট্রো-চ-৮৩০৫ ঢাকা-মেট্রো-চ-১২৪৫	৩,১৯,৪৮৫
৩.	জনাব ডাবলু সরকার	চট্রো-মেট্রো-চ-১২৪১	১,৪৩,৫৯৫
		কুমিল্লা-ব-১১-০০১৬	৬৩,৮০০
		কুমিল্লা-ব-১১- ০০২৭	২,৪৮,৬০০
৪.	জনাব সাঈদ রাশেদুল ইসলাম	ঢাকা-মেট্রো-ব-১১-২১৮৩	৩,৮১,৪০০
৫.	জনাব হানিফ খাঁন	বগুড়া-ব-১১-০০২৪	৩৬,২৭৫
৬.	জনাব কামরুল হাসান	কুমিল্লা-ব-১১-০০১৬	৫১,৮৫০
৭.	জনাব হাসান আলী মন্ডল	ঢাকা-মেট্রো-ব-১১-২১৮৬	১২,৭৬,৬৯৫
		ঢাকা-মেট্রো-ব-১১-২১৮৭	৩,৩১,৯৮০
		ঢাকা-মেট্রো-ব-১১-১৯৯১	১৩,০৫,৯৯০
		কুমিল্লা-ব-১১- ০০২৭	৭,১৯,৬৫০
	মোট =	**১৫ টি বাস**	**৫৩,০২,৪২০**

অনুচ্ছেদ-০৯

পরিশিষ্ট- ০৯.৭

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, অপারেশন বিভাগের ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী (বাস) লীজের রাজস্ব অনাদায়ীর বিবরণী:

ক্রমিক নং	ডিপোর নাম	লং লীজের বাস সংখ্যা	দৈনিক রাজস্ব (ভ্যাট ও পাকিং সহ) (টাকা)	জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)
১	কল্যাণপুর বাস ডিপো	১১	১৩,৪১৮	৯৮,২৭,০৮৩
২	মতিঝিল বাস ডিপো	২২	১১,৭৮৬	৯৪,৬৯,৬৩৪
৩	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো	০১	১,৪৬৫	--
৪	বরিশাল বাস ডিপো	০৬	৯,০৭৮	৯,৬০,৭৩৬
৫	কুমিল্লা বাস ডিপো	--	---	২৪,১৬,০৮১
৬	খুলনা বাস ডিপো	০২	১,৪০০	--
৭	বগুড়া বাস ডিপো	১২	১৭,৩৩৫	--
৮	রংপুর বাস ডিপো	১৭	২৫,৩৯৫	৯১,৭৫,৪৮৭
৯	পাবনা বাস ডিপো	০৬	৯,৪২৩	--
১০	দিনাজপুর বাস ডিপো	০২	৯,৪২২	১,১৯,৬৬১
	মোট=	**৭৯**	**৯৮,৭২১**	**৩,১৯,৬৮,৬৮২**

তারিখঃ ১৬/০৩/২০২৩ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ ।

মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা
মোঃ রফিকুল বারী খান
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।